পরিমার্জিত ডিপিএড

প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি)

মডিউল ১০

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

মডিউল ১০: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

লেখক (১ম সংস্করণ, জুন ২০২৩)

মোঃ মাহফুজুর রহমান জুয়েল, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোঃ দুলাল মিয়া, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
তুষার কান্তি বিশ্বাস, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
নিশাত জাহান জ্যোতি, গবেষণা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
নাহিদ পারভীন, এসইডি, স্পেশালিস্ট, ব্রাক আইডি

লেখক (সর্বশেষ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০২৫)

নিশাত জাহান জ্যোতি, গবেষণা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
জনাব সোনিয়া ইয়াসমিন, সহকারি বিশেষজ্ঞ, নেপ
হালিমা আক্তার, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই নারায়ণগঞ্জ
ফারহানা হক ,ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই ঢাকা

সম্পাদক
মোঃ সাইফুল ইসলাম, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

সার্বিক সহযোগিতা
মোহাম্মদ কামরুল হাসান, এনডিসি, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
দিলরুবা আহমেদ, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
সাদিয়া উম্মুল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

সার্বিক তত্ত্বাবধান
ফরিদ আহ্মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

প্রচ্ছদ
মোঃ মুশফিকুর রহমান সোহাগ, সমর এবং রায়হানা

প্রকাশক ও প্রকাশকাল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৬

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মুখবন্ধ

আজকের এ বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কার্যকর ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। পরিবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেলকে নিয়মিত হালনাগাদ ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিতে হয়। শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণকে আরও অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় ধারাবাহিক সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন ও কার্যকর শিখন নিশ্চিত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাব, প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষকের পেশাগত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ঘাটতির কারণে অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এ প্রেক্ষাপটে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তুর উপর গভীর জ্ঞান এবং কার্যকর শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য প্রবর্তিত ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স দীর্ঘদিন ধরে মানসম্মত শিক্ষক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডির আলোকে কোর্সটি পরিমার্জন করে ১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) চালু করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্টাডি, বিগত বছরের মনিটরিং রিপোর্ট এবং অংশীজনদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের কাঠামো ও সময়সূচিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তিত সময়সূচি ও বাস্তব চাহিদার সাথে সংগতি রেখে চলমান বিটিপিটি কোর্সের মডিউলসমূহে এ পরিমার্জন করা হয়েছে। এ পরিমার্জনের ধারাবাহিকতায় এবার উপ-মডিউল কাঠামো বাতিল করে কেবল মডিউলভিত্তিক কাঠামো প্রবর্তন করা হয়েছে। অধিবেশনসমূহের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে, বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি পরিহার করা হয়েছে এবং একাধিক অবিন্যস্ত অধিবেশন সুবিন্যস্ত করে অধিবেশনের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়গুলো আরও সহজ, সুস্পষ্ট ও ব্যবহারিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও প্রয়োজনীয় পরিমার্জন আনা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান, প্রায়োগিক দক্ষতা ও কার্যকর নেতৃত্ব বিকাশ অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা, প্রায়োগিক ব্যবহার ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে। এর ফলে দক্ষ, সৃজনশীল, অভিযোজনক্ষম, প্রতিফলনমূলক অনুশীলনে পারদর্শী, সহযোগী মানসিকতার এবং জীবনব্যাপী শিখনে আগ্রহী শিক্ষক তৈরি হবে বলে আমি প্রত্যাশা করি। এ প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে মডিউল সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি ও অংশীজনদের ধন্যবাদ জানাই। পিটিআইতে শিক্ষক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত এই মডিউলসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন) কোর্স এযাবৎকাল মানসম্মত শিক্ষক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এসেছে। তবে সময়ের পরিবর্তন ও যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি ও অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের আলোকে কোর্সটি পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্স চালু করা হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার ও যুগোপযোগী করা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিটিআই পর্যায়ে ১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্সটি পরিমার্জন সময়ের দাবি হয়ে ওঠে।

পরিমার্জিত প্রশিক্ষণ কাঠামোর আওতায় প্রশিক্ষণার্থীগণ ০৭ মাস পিটিআইতে সরাসরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি ০৩ মাস প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পেশাগত জ্ঞানের বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছেন। এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ পিটিআইতে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান অনুশীলন বিদ্যালয়ে প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারছেন। পরবর্তীতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা নিজ নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন ও কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাব, প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষকের মানগত সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত পেশাগত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এ প্রেক্ষাপটে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, বিষয়গত জ্ঞান, কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি।

১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্সের আওতায় প্রণীত এ মডিউলসমূহে বর্ণিত অধিবেশনগুলো শিক্ষকগণের পেশাগত দায়িত্ব পালনে, সরকারি চাকরির বিধি-বিধান অনুসরণে এবং শ্রেণিকক্ষে কার্যকর পাঠদানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। অংশীজনদের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে এ মডিউলসমূহের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়বস্তুর পরিমার্জন ও প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন করা হয়েছে। পরে ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের আলোকে মডিউলসমূহ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে এ মডিউলসমূহ প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(আবু নুর মোঃ শামসুজ্জামান)
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

অবতরণিকা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিইনএড) এবং পরবর্তীতে ২০১২ সাল থেকে চালু হওয়া ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্সের প্রশিক্ষণ নকশা, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে নেপ ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হওয়া পরিমার্জিত ডিপিএড, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) বাস্তবায়নের কাজও চলমান রয়েছে।

বিটিপিটি প্রশিক্ষণটি প্রচলিত সিইনএড ও ডিপিএড কোর্সের তুলনায় ধারণাগত দিক থেকে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নতুন। কোর্সটিকে যুগের চাহিদা ও পরিবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীতে পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে অনুযায়ী ২০২১ সাল থেকে এই প্রশিক্ষণের কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ নকশা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু হয়।

২০২৩ সালের জুলাই মাসে পাইলটিংভিত্তিতে নির্ধারিত ১৫টি পিটিআইতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়। পাইলটিং চলাকালে পরিচালিত মনিটরিং কার্যক্রম, পাইলটিং-এর ফলাফল, বিটিপিটি এফেক্টিভনেস স্টাডি এবং অংশীজনদের মতামতের আলোকে প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং মডিউল ও তথ্যপুস্তকসমূহে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন আনা হয়। পাশাপাশি পিটিআইভিত্তিক অধিবেশন কাঠামো ও অনুশীলন সময়কাল (৭ মাস ও ৩ মাস) পুনর্বিন্যাস করা হয়।

এই মডিউলসমূহ নতুন চাহিদাভিত্তিক পরিমার্জিত সংস্করণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ অনুধাবনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে এই মডিউল ও তথ্যপুস্তকসমূহ সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির তত্ত্বাবধানে এ পরিমার্জন কার্যক্রমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, পিটিআই, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এবং মাঠপর্যায়ের প্যাডাগোজি ও এন্ড্রাগোজি বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ মানসম্মত রূপ লাভ করেছে। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিববৃন্দের দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতায় এই ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে আমি আশা করি, এই পরিমার্জিত ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, প্রশিক্ষণার্থী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য কার্যকর সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(ফরিদ আহ্‌মদ)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

মডিউল ১০: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা মডিউল পরিচিতি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর পাঁচ বছরব্যাপী (২০১৯-২০২৩) কর্মপরিকল্পনা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ অনুসারে শিশুর জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধির জন্য অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে (Hands on) শিখন-শেখানোর কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় আগত শিক্ষকগণের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর বিপরীতে মোট ১৬ টি অধিবেশন রাখা হয়েছে এবং প্রতিটি অধিবেশন পরিচালনার জন্য ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় বিভাজন করা হয়েছে। মডিউলের প্রথম দিকে একটি ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে অধিবেশনের শিরোনাম, শিখনফল, কাজ, পদ্ধতি কৌশল ও ব্যবহৃত উপকরণের তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

পদ্ধতি ও কৌশল:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে (Hands on) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিকাশ ও শিখনতত্ত্বের তাত্ত্বিক ধারণার পরিবর্তে এক্টিভিটি বেজড প্রায়োগিক উদাহরণের অবতারণা করা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম অধিকতর ফলপ্রসূ ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের মধ্যে শিশুকেন্দ্রিক খেলা অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, প্রদর্শন ও আলোচনা, মাইন্ড ম্যাপিং, মাইক্রোটিচিং, ব্রেইন-স্টর্মিং, তথ্যপত্র উপস্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্য:

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিখন-শেখানো কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর প্রশিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

এই প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো-

১. পরিমার্জিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত করা এবং কার্যকর শিখন-শেখানো কাজে পরিমার্জিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ব্যবহারে দক্ষ করা;

২. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসহ সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো সামগ্রীর ধারাবাহিক কার্যাবলির ধারণা প্রদান করা।

৩. পরিমার্জিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের ধারাবাহিক কার্যাবলি অনুশীলনপূর্বক শিক্ষকগণকে দক্ষ করে গড়ে তোলা।

ম্যানুয়ালটি ব্যবহারে প্রশিক্ষকের করণীয়

<u>অধিবেশন পরিচালনার পূর্বে:</u>

- তথ্যাবলি, লিফলেট ও প্রাসঙ্গিক সহায়ক তথ্য পড়া
- প্রয়োজনীয় তথ্যপত্র ফটোকপি করে রাখা
- অধিবেশন পরিচালনায় সহায়কের করণীয় অংশের নির্দেশনা অনুক্রম জেনে নেওয়া
- ব্যবহার্য উপকরণের তালিকা তৈরি করা ও তালিকা অনুযায়ী উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষন করা
- অধিবেশন পরিচালনার ধাপ অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপকরণ সাজিয়ে রাখা
- অধিবেশন কক্ষ পরিচ্ছন্ন ও বিন্যস্ত করা
- ফ্লিপচার্ট, বোর্ড, প্রজেক্টরসহ অন্যান্য উপকরণ যথাস্থানে স্থাপন করা ও সঠিকতা যাচাই করে নেয়া

অধিবেশন চলাকালীন:

- শুরুতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জড়তাভঙ্গের জন্য কোনো আনন্দদায়ক কাজ করা
- অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনুযায়ী আসন বিন্যাস করা
- অংশগ্রহণকারীদের ধারণা বা অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করা
- অংশগ্রহণকারীদের বলতে উৎসাহিত করা
- অংশগ্রহণকারীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা
- ধাপ অনুযায়ী অধিবেশন পরিচালনা করা
- সকলের সঙ্গে দৃষ্টি সংযোগ (Eye Contact) রেখে কথা বলা
- সময়ের সঠিক ব্যবহার করা
- অংশগ্রহণকারীদের সকলের প্রতি সমান গুরুত্ব প্রদান করা
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অধিবেশনের কাজ শেষ করা
- অধিবেশনে উদ্দীপকের ব্যবহার করা
- প্রশিক্ষণ কক্ষের নিয়মাবলি প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা
- প্রাক-প্রাথমিক প্রশিক্ষণের সার্বিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা
- প্রত্যেক অধিবেশনের শিখনফল ও কার্যাবলির বিস্তারিত বিবরণ জানা
- প্রাসঙ্গিকতা থেকে অধিবেশনের মূল বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা
- প্রশিক্ষণার্থীদের কাজগুলোকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা
- দলগত কাজের সময় পরিবীক্ষণ করা এবং প্রশিক্ষক নিজেকে দলের একজন সদস্য মনে করা
- সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- দল বিভাজনের জন্য আকর্ষণীয় কৌশল ব্যবহার করা
- দল গঠনের ক্ষেত্রে সমতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া
- প্রত্যেক কাজে সকলের (নারী-পুরুষ) অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রাখা
- হাসি-খুশি থাকা ও কথা বলার সময় যথাযথ শারীরিক ভাষা প্রকাশ করা
- শ্রবণযোগ্য স্বরে প্রমিত উচ্চারণে কথা বলা
- প্রত্যেক দলের জন্য একজন অগ্রগামী প্রশিক্ষণার্থীকে মেন্টর হিসেবে কাজ করানো যেতে পারে

অধিবেশন পরিচালনার পর:

- উপকরণ পরবর্তী অধিবেশন পরিচালনার জন্য গুছিয়ে রাখা
- অধিবেশন সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা
- পরিচালিত অধিবেশন সম্পর্কে স্ব-অনুচিন্তন (Self-reflection)
- পরবর্তী দিনের জন্য আসন বিন্যাস ঠিক করা

পূর্ববর্তী দিনের অধিবেশন পর্যালোচনা:

- অংশগ্রহণকারীদের দুইটি বা কয়েকটি দলে ভাগ করা
- প্রত্যেক দলের একজন দলনেতা নির্বাচন করা
- পূর্বদিনের আলোচিত বিষয়সমূহ হতে একে অপরকে প্রশ্ন করতে বলা
- প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একদলকে বিজয়ী ঘোষণা করা
- পরবর্তীতে পরস্পর অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ দেওয়া
- প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করে ধারণা স্পষ্ট করা

সূচিপত্র

অধিবেশন	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি	১
২.	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম: শিখনক্ষেত্রভিত্তিক কাজ এবং অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	৭
৩.	প্রাক-প্রাথমিক শিখন সামগ্রী, শিক্ষা কার্যক্রম ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা	১৮
৪.	পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ	২৮
৫.	শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা (ব্যায়াম)	৩২
৬.	শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা (খেলা)	৩৬
৭.	সামাজিক ও আবেগিক	৪০
৮.	মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	৪৪
৯.	ভাষা ও যোগাযোগ (শোনা ও বলা: ছড়া, গান, গল্প)	৪৯
১০.	ভাষা ও যোগাযোগ (প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন ও ইচ্ছেমত আঁকিবুঁকি)	৫৬
১১.	গণিত ও যুক্তি	৬০
১২.	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	৬৪
১৩.	পরিবেশ ও জলবায়ু	৬৮
১৪.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৭১
১৫.	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	৭৪
১৬.	অভিভাবক সভা ও শিখন অগ্রগতি যাচাই	৭৭
	তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ	৮৯

অধিবেশন:১	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

ঘ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখনক্ষেত্রের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ।

উপকরণ: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২, শিক্ষক সহায়িকা (৪+ ও ৫+), মার্কার, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া।

অংশ-ক:	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	সময়: ৪০ মিনিট

১. সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা বলতে আমরা কী বুঝি? প্রশ্নটি করে কয়েকজনের উত্তর শুনুন।

৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি কী? প্রশ্নটি করে কয়েকজনের উত্তর শুনুন।

সম্ভাব্য উত্তর-

১।প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষা হলো আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ববর্তী পর্যায়, যা শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে তাদের শারীরিক মানসিক, সামাজিক এবং আবেগিক বিকাশে সহায়তা করে ।

২। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি/শিক্ষাক্রম/শিক্ষানীতি-২০১০/প্রশিক্ষণার্থীর জানা বিষয়গুলো আসতে পারে।

৪. **সহায়ক তথ্য ০১** (অংশ-ক) এর সহায়তায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমির মূল অংশ পাওয়ার-পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বা নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থাপন করুন।

৫. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা জানতে চান।

৬. ২/৩ জনের উত্তর শুনুন এবং **সহায়ক তথ্য ০১ (অংশ-ক)** থেকে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বা নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কী এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

৭. এ সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-খঃ	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূলনীতি , শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখন ক্ষেত্র	সময়ঃ ৪০ মিনিট

- প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশ্ন করুন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূলনীতিসমূহ কী কী?
  ২/৩ জনের উত্তর শুনুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ শিশুকেন্দ্রিকতা, শিশুর শিখন সক্রিয়তা, খেলাভিত্তিক শিখন, পারিবারিক সম্পৃক্ততা, শিশুর সামাজিকীকরণ, অন্তর্ভুক্তিকরণ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, সম্পর্ক, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পৃক্ততা ইত্যাদি।

- প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশ্ন করুন, শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখন ক্ষেত্র কী?

১. প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে ভাগ করুন। **সহায়ক তথ্য ০১** এর অংশ-খ থেকে ১ম দলকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূলনীতির (১,২,৩), ২য় দলকে (৪,৫,৬) এবং ৩য় দলকে (৭,৮,৯) ক্রমিক নম্বর পড়তে বলুন । অনুরূপভাবে, ৪র্থ দলকে শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র ও ৫ম দলকে শিখন ক্ষেত্র সমূহ পড়তে বলুন।

২. দলে আলোচনা ও সারসংক্ষেপ করার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন। প্রত্যেক দলকে প্রদত্ত অংশটুকুর ধারণা উপস্থাপনের মাধ্যমে স্পষ্ট করতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন। সবশেষে, নিম্নোক্ত বার্তাটি প্রদান করুন।

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষা কার্যক্রমের শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নে মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে। তাই উল্লিখিত মূলনীতির আলোকেই মাঠ পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে হবে। বিকাশের ক্ষেত্র: ১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা ২. সামাজিক ও আবেগিক ৩.ভাষা ও যোগাযোগ ৪. বুদ্ধিবৃত্তিক শিখন ক্ষেত্রঃ ১। শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা ২। সামাজিক ও আবেগিক ৩।মুল্যবোধ ও নৈতিকতা ৪। ভাষা ও যোগাযোগ ৫। গণিত ও যুক্তি ৬। সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা ৭। পরিবেশ ও জলবায়ু ৮।বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৯। শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

অংশ-গঃ	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপ্তি	সময়ঃ ১০ মিনিট

১. কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে আজকের অধিবেশনের অর্জন যাচাই করুন এবং দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করে অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।

নমুনা প্রশ্ন :

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কী?
- প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূলনীতিগুলো কী কী?
- শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখন ক্ষেত্র কী কী?

২. সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য ১	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি

অংশ কঃ	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পটভূমি

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ছোট ছোট শিশুদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাগত ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। সবার জন্য শিক্ষার ও 'জমতিয়েন ঘোষণা-১৯৯০' এবং পরবর্তীতে 'ডাকার ঘোষণা-২০০০'- শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরত্ব আরোপ করা হয়। জমতিয়েন ঘোষণার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালে 'দেখা শোনা' বইয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিশু শ্রেণি চালু করা হয়। 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাতে'ও শিশুর সার্বিক বিকাশ এবং বিদ্যালয় প্রস্তুতির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বিবেচনা করে সারাদেশে সর্বজনস্বীকৃত জাতীয় মানের উপর ভিত্তি করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকর ও সুসংগঠিতরূপে বাস্বায়নের জন্য ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে ২০০৮ সালে 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ ৫+ বছর বয়সি শিশুদের জন্য এবং পর্যায়ক্রমে ৪+ বছর বয়সি শিশুদের জন্য অর্থাৎ ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমোদিত কাঠামোর আলোকে ২০১০ সালে অন্তর্বতীকালীন প্যাকেজের মাধ্যমে সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৫+ বছর বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। একই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে ২০১৪ সালে ৫+ বছর বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। উল্লেখ্য যে, সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এ ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর বিষয়ে গুরত্বারোপ করা হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে একই ধারাবাহিকতায় সরকার ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার বিষয়টি অনুমোদন করে। সারাদেশে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য বাস্ড়বায়নাধীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু রাখার পাশাপাশি জরুরি ভিত্তিতে একটি অন্তর্বতীকালীন প্যাকেজ প্রণয়ন করে ২০২৩ সালে নির্বাচিত ৩২১৪ টি বিদ্যালয়ে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় এবং সেটি বাস্তবায়িত হলে ২০২৫ সাল থেকে আরো ৫০০০টি বিদ্যালয়ে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে কয়েকটি কর্মশালার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপ্স্ক বোর্ড ২০২১ সালের জুন মাস থেকে ৪+ বয়সিদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং ৫+ বয়সিদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের কাজ শুরু করে। ৪+ বয়সিদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ প্রণয়ন এবং ৫+ বয়সিদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দলিলাদি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান;
- জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০;
- বিভিন্ন দেশের শিক্ষাক্রম;
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রী;
- বিভিন্ন সংস্থার শিক্ষা-শেখানো সামগ্রী;
- প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান (Early Learning and Development Standerds);
- শিশুদের প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩ (Comprehensive Early Childhood Care and Development Policy-2013);
- জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা -২০২১।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষা হলো আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ব্বর্তী পর্যায়, যা শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে তাদের শারীরিক মানসিক, সামাজিক এবং আবেগিক বিকাশে সহায়তা করে ।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য

আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে ৪+ ও ৫+ বছর বয়সি শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক, ভাষা ও যোগাযোগ তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেকের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিখনের ভিত রচনা করা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

- শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগিক এবং ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিকাশে সহায়তা করা।
- বিদ্যালয়ে সহজ প্রবেশ নিশ্চিত করা।

অংশ-খঃ	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূলনীতি , শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখন ক্ষেত্র

মূলনীতি

শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও শেখা পরিবার, বিদ্যালয়, চারপাশের পরিবেশ ও সমাজ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। তাছাড়া সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং শিশুর বিকাশ ও শিখনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে সমন্বিতভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে হবে। শিশুর দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কিছু ধারণা, নীতি ও বিশ্বাস অনুসরণ করতে হয়। যার মাধ্যমে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার সার্বিক বিকাশে সহায়তা করার পাশাপাশি তার পরবর্তী জীবনের শিক্ষার জন্য শক্ত ভিত রচনা করা সম্ভব হবে। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষা

কার্যক্রমের শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত ধারণা, নীতি, বিশ্বাসসমূহকে মৌলিক নীতিমালা হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

১) শিশুকেন্দ্রিকতা (Child Centeredness)

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি অন্যতম নীতি হলো শিশুকে বোঝা, তার সক্ষমতায় আস্থা রাখা এবং তার স্বভাব, প্রকৃতি, ব্যক্তিত্ব ও মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও শিখন প্রধানত পরিবার, বিদ্যালয় এবং সামাজিক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজ- এই তিনটি পর্যায়েই সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে, তা শিশুর সুপ্ত ও অফুরন্ত সম্ভাবনা বিকাশে এবং সমৃদ্ধ জীবন যাপনের দিকে তাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। ফলে শেখার মানসিকতা ও শেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিশু জীবনব্যাপী শিখনের জন্য প্রস্তুত হয়।

২) শিশুর শিখন সক্রিয়তা (Children as Active Learner)

শিশু স্বভাবগতভাবেই সক্রিয় শিক্ষার্থী এবং সহজাতভাবেই জন্মের পর থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে শিখে। জন্মের পর থেকে প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিশু বেড়ে ওঠে। বেড়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় শিশুর সক্রিয় ও সহজাত অংশগ্রহণই তার শিখনের মূল ভিত্তি। এমতাবস্থায় চারপাশের মানুষ ও পরিবেশ সম্পর্কে জানার দুর্নিবার আগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য শিশুকে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। আর তাদের বিকাশ ও শিখন-প্রক্রিয়া যেহেতু বাড়ি, বিদ্যালয় ও চারপাশের সামাজিক পরিবেশ দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হয় সেহেতু সকল পর্যায়ে তার সক্রিয় শিখনের সুযোগ সৃষ্টি শিশুর বিকাশ ও শিখনের মূলমন্ত্র।

৩) খেলা ভিত্তিক শিখন (Play based learning)

খেলা শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি। প্রতিটি শিশুই খেলতে পছন্দ করে। বস্তুত, খেলার মাধ্যমে শিশু শেখার নানা উপায় ও কৌশল ব্যবহার করে (দেখে, শুনে, প্রশ্ন করে, চিন্তা করে, অনুসন্ধান করে) আনন্দের সাথে সহজে শিখতে পারে। শিশুরা যেমন একাকী ও ইচ্ছেমতো ফেলতে পছন্দ করে, তেমনই অন্য শিশুদের সাথে মিলেমিশে ছোটো বা বড়ো দলে খেলতে ভালোবাসে। খেলায় শিশুরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আনন্দ লাভের পাশপাশি নিজের ও অন্যের আবেগ-অনুভূতি বুঝতে পারে, আবেগ ব্যবস্থাপনা করতে পারে, একে অন্যের সাথে মিলেমিশে কোন কাজ করতে পারে, বন্ধুত্ব করতে পারে, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে পারে। বিষয়ভিত্তিক শিখন অর্জন ছাড়াও শিশুদের আনন্দলাভ, বিনোদন এবং সার্বিক বিকাশের জন্য খেলার ভূমিকা অপরিসীম। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর শেখার একটি অন্যতম উপায় হলো খেলা। বলা চলে যে খেলা শিশুর উদ্দীপনা ও শিখনের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+ বয়সি) স্তরের শিশুদের বয়স বিবেচনা করে প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যক্রম ও শিখন শেখানো সামগ্রী প্রণয়নে খেলাকে একটি মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৪) পারিবারিক সম্পৃক্ততা (Family Involvement)

পারিবারিক পরিবেশ যথাযথভাবে শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর ব্যক্তিত্ব, নিজের সম্পর্কে ধারণা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ মা-বাবা পরিবারের অন্য সদস্যদের দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়। শিশুর

যত্ন সম্পর্কে মা-বাবার জ্ঞান, প্রত্যাশা ও সন্তান লালন-পালনের ধরন শিশুর পরবর্তী জীবনের নানা দিকের ওপর প্রভাব ফেলে। এছাড়াও শিশুর নিজের যত্ন নেয়ার ক্ষমতা থাকে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্যালয়ে তার শেখার প্রক্রিয়া এবং সমাজে অন্যান্যদের সাথে মিলেমিশে থাকার প্রবণতা তার বেড়ে ওঠাকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে মা-বাবা হলেন একাধারে শিশুর প্রথম শিক্ষক এবং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। সুতরাং শিশুর বিকাশে পরিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এবং প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষায় শিশুর সাফল্যের জন্য পরিবারের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত জরুরি।

৫) শিশুর সামাজিকীকরণ (Socialization)

বিদ্যালয় পরিবার ও সমাজের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে কিছু বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হয়। বিষয়সমূহ হলোঃ

- শিশুর জন্য আনন্দময় ও নিরাপদ বিদ্যালয়ের পরিবেশ তৈরি করা ।
- শিশুর পারিবারিক প্রেক্ষাপট বোঝা এবং মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের সাথে অংশীদারিত্ব ও সম্পর্ক স্থাপন করা।
- সামাজিক প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন বোঝা এবং যথাযথভাবে সামাজিক শক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগানো।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রবণতা বোঝা এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

এক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে সক্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুর প্রস্তুতির সঙ্গে পরিবার ও বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে।

৬) অন্তর্ভুক্তিকরণ (Inclusiveness)

অন্তর্ভুক্তি মানে ভিন্নতাকে সম্মান করে এবং মেনে নিয়ে সকল শিশুর অংশগ্রহণের সুযোগ ও সফলতার কথা চিন্তা করে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং শিখন-শেখনো পদ্ধতি ও উপকরণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সব ধরনের শিশু এবং তাদের পরিবারের চাহিদা ও সুযোগের কথা মনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুর স্বতন্ত্র চাহিদা বিবেচনা করে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও পরিবেশ যথেষ্ট নমনীয় ও শিখন-শেখানো কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষা কার্যক্রমের শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন থেকে শুরু করে বিদ্যালয় ও পরিবার পর্যায়ে বাস্তবায়নের সকল ধাপে অন্তর্ভুক্তিকে মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

৭) সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য (Culture and Heritage)

আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার জন্য শিশুদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে স্বকীয়তা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা জরুরি। পাশাপাশি অন্যের সংস্কৃতিকে সম্মান করার অভ্যাস গড়ে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ। শিখনের সকল ক্ষেত্রে বড়দের সহায়তায় বাড়িতে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যনির্ভর শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক (৪+) শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যনির্ভর শিখনকে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৮) সম্পর্ক (Relationship)

শিশুর বিকাশ ও শেখা বহুগুণে বেড়ে যায় যদি তার সঙ্গে অন্য শিশুর, শিক্ষকের কিংবা বড়দের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। যখন পরিবারের সদস্য কিংবা সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্ক গড়ে উঠে, তখন সার্বিকভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মান বেড়ে যায়। পরবর্তীতে বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে শিশুদের গড়ে তুলতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম ধাপে সম্পর্ক তৈরির বিষয়টিকে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৯) পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পৃক্ততা (Immediate Environment involvement)

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ শিশুর বিকাশ ও শিখনকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি সার্বিক সামাজিক পরিবেশ প্রাক-প্রাথমিক (৪+) শিক্ষা নীতি-নির্দেশনাকেও প্রভাবিত করে। আবার প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষা সম্পর্কে মা-বাবার প্রত্যাশাকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রভাবিত করে। শিশুর সার্বিক বিকাশ ও শিখন নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষায় পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিকট পরিবেশ ও চারপাশে শিশুর শেখার পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে। তাই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয়ের সমন্বিত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন অপরিহার্য।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখন ক্ষেত্র

প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বে শিশুর সার্বিক বিকাশের পাশাপাশি বিদ্যালয়ে শিশুর সহজ প্রবেশ এবং প্রাথমিক শিক্ষায়স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ভিত্তি হলো দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে **প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান ২০২০** (Early Learning and Development Standards-ELDS) অনুযায়ী শিশুর সার্বিক বিকাশের ৪টি ক্ষেত্রকে (১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা ২. সামাজিক ও আবেগিক ৩.ভাষা ও যোগাযোগ ৪. বুদ্ধিবৃত্তিক) বিবেচনায় রেখে এবং শিক্ষাক্রমের চাহিদা, বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম, গবেষণাপত্র ও দলিল পর্যালোচনা করে শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ৯টি শিখনক্ষেত্র (Learning Area) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিখনক্ষেত্রের জন্য একাধিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিখনফল, পরিকল্পিত কাজ বা শিখন-শেখানো কৌশল প্রণয়ন, মূল্যায়ন কৌশল ও শিক্ষা উপকরণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখনক্ষেত্র

অধিবেশন: ০২	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম: শিখনক্ষেত্রভিত্তিক কাজ এবং অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের ম্যাট্রিক্স এর মূল বিষয়বস্তু বলতে পারবেন

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখনক্ষেত্রে ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুর অর্জন উপযোগী যোগ্যতার পার্থক্য করতে পারবেন;

গ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখনক্ষেত্রভিত্তিক কাজসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, আলোচনা।

উপকরণ: পিপিটি/ হ্যান্ডআউট এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ (পরিমার্জিত ২০২৫), শিক্ষক সহায়িকা (৪+ ও ৫+), পোস্টার পেপার, বোর্ড ও মার্কার।

অংশ-ক:	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের ধারণা	সময়: ১০ মিনিট

১. স্বাগত জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের ম্যাট্রিক্সের মূল বিষয়বস্তু কি কি হতে পারে তা জানতে চান। কয়েকজনের উত্তর শুনুন এবং সম্ভাব্য উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন।

২. তারপর **সহায়ক তথ্য ০২ (অংশ-ক)** এর আলোকে ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ-খ:	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখনক্ষেত্রে ৪+ এবং ৫+ বয়সি শিশুর অর্জন উপযোগী যোগ্যতার পার্থক্য নিরূপণ	সময়: ২৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলকে **সহায়ক তথ্য ০২ (অংশ-খ তথ্যপুস্ক থেকে পড়তে বলুন।** দলে আলোচনা করে ৪+ এবং ৫+ বয়সি শিশুর অর্জন উপযোগী যোগ্যতার পার্থক্য খাতায় নোট রাখতে বলুন। কাজটি করার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।

২. দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত একটি দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্য তিনটি দলকে মিলিয়ে নিতে বলুন। উপস্থাপনের সময় প্রয়োজন হলে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

৩. সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-গ:	শিখনক্ষেত্রের বিষয়ভিত্তিক কাজসমূহ চিহ্নিতকরণ	সময়: ৫০ মিনিট

১. পূর্বের ৪টি দলে কাজ করতে বলুন।

২. নিচের ছক অনুযায়ী দলীয় কাজ বুঝিয়ে দিন। দলগত কাজের জন্য ৩০ মিনিট সময় দিন। প্রয়োজনীয় পোস্টার পেপার, সাইন পেন ও শিক্ষক সহায়িকা সরবরাহ করুন।

<u>ছক</u>

দল	শিখনক্ষেত্র	কাজের নির্দেশনা
দল-০১	১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা ২. সামাজিক ও আবেগিক ৩. মুল্যবোধ ও নৈতিকতা ৪. ভাষা ও যোগাযোগ	শিক্ষক সহায়িকার (৪+) আলোকে শিখনক্ষেত্রের বিষয়ভিত্তিক কাজসমূহের তালিকা প্রস্তুত
দল-০২	৫. গণিত ও যুক্তি ৬. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা ৭. পরিবেশ ও জলবায়ু ৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা	শিক্ষক সহায়িকার (৪+) আলোকে শিখনক্ষেত্রের বিষয়ভিত্তিক কাজসমূহের তালিকা প্রস্তুত
দল-০৩	১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা ২. সামাজিক ও আবেগিক ৩. মুল্যবোধ ও নৈতিকতা ৪. ভাষা ও যোগাযোগ	শিক্ষক সহায়িকার (৫+) আলোকে শিখনক্ষেত্রের বিষয়ভিত্তিক কাজসমূহের তালিকা প্রস্তুত
দল-০৪	৫. গণিত ও যুক্তি ৬. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা ৭. পরিবেশ ও জলবায়ু ৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা	শিক্ষক সহায়িকার (৫+) আলোকে শিখনক্ষেত্রের বিষয়ভিত্তিক কাজসমূহের তালিকা প্রস্তুত

৩. প্রত্যেক দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। ধারণা স্পষ্ট করতে প্রাসঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করুন।

শিখনক্ষেত্রের বিষয়ভিত্তিক কাজসমূহ চিহ্নিতকরণ:

শিখনক্ষেত্র	কাজ সমূহ (৪+)	কাজ সমূহ (৫+)
১.শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা	পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ পরিচিতি নিজস্ব পরিচিতি বিদ্যালয় পরিচিতি	পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ পরিচিতি -নিজের পরিচিতি -বিদ্যালয় পরিচিতি

	সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেও সাথে পরিচিতি দৈনিক সমাবেশ -কুশল বিনিময় ও সহযোগিতার মনোভাব -জাতীয় সংগীত -ভাব বিনিময় -পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা - ব্যায়াম - খেলা	-সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে পরিচিতি - শিখন শেখানো সামগ্রী পরিচিতি দৈনিক সমাবেশ -কুশল বিনিময় ও সহযোগিতার মনোভাব -জাতীয় সংগীত -ভাব বিনিময় -পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা - ব্যায়াম - খেলা
২.সামাজিক ও আবেগিক	-আমার পরিবার -মিলেমিশে থাকা -আবেগ অনুভূতির প্রকাশ -সুবিধা অসুবিধা ও পছন্দ অপছন্দের প্রকাশ	-কুশল বিনিময় -মিলেমিশে থাকা -আবেগ অনুভূতির প্রকাশ -সুবিধা অসুবিধা ও পছন্দ অপছন্দের প্রকাশ
৩ ।মুল্যবোধ ও নৈতিকতা	- আগ্রহের সাথে কাজ করি- - মিলেমিশে থাকি - ভালো কাজ করি - পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানি	-আনন্দের সাথে কাজ করা -মিলেমিশে থাকা ও সহযোগিতা করা -ভালো কাজ করা -রীতিনীতি জানা ও অনুসরণ
৪.ভাষা ও যোগাযোগ	-শোনা ও বলা -প্রাক পঠন -প্রাক লিখন	- শোনা ও বলা - প্রাক পঠন - প্রাক লিখন
৫.গণিত ও যুক্তি	-তুলনা -অবস্থান -গণনা -আকার আকৃতি -পরিমাপ	-তুলনা -অবস্থান -আকার আকৃতি -পরিমাপ -সংখ্যা ও গণনা - যোগের ধারনা -বিয়োগের ধারণা -প্যাটার্ন
৬.সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	-ছড়া, গান ও গল্প -চারুকলা -কারুকলা -সৌন্দর্যবোধ	-চারকলা -কারুকলা -সৌন্দর্যবোধ
৭.পরিবেশ ও জলবায়ু	-নিকট পরিবেশের উপাদান সম্পর্কে জানা	-নিকট পরিবেশের উপাদান সম্পর্কে জানা -আবহাওয়া ও ঋতুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ

	-আবহাওয়া ও ঋতুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ -বাড়ি , বিদ্যালয় ও পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়া	-বাড়ি , বিদ্যালয় ও পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়া
৮.বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	-দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ -জীব ও জড়ের পার্থক্য -দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তি	-দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ -জীব ও জড়ের পার্থক্য -দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তি
৯.শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা	-আমার শরীর -দৈনিক স্বাস্থ্য কথকতা ও স্বাস্থ্যবিধি -নিরাপদ পানি -বিশ্রাম ও বিনোদন -অসুস্থতা -আমার খাবার দাবার -আমার পছন্দ-অপছন্দ, ভালো-মন্দ লাগা,অস্বস্তি-সমস্যা -হয়রানি ও নির্যাতনমূলক আচরণে করণীয়	-আমার শরীর -দৈনিক স্বাস্থ্য কথকতা ও স্বাস্থ্যবিধি -স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার গ্রহণ -নিরাপদ পানি -আবেগ অনুভূতি প্রকাশ -সুরক্ষা

৪. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-ঘঃ	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপ্তি	সময়: ৫ মিনিট

১. অধিবেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া জানুন এবং আলোচিত বিষয়গুলোর সাথে অধিবেশনের শিখনফলসমূহ মিলিয়ে দেখুন।
২. সবশেষে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-০২: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম: শিখনক্ষেত্রভিত্তিক কাজ এবং অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

অংশ-ক:	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের ধারণা

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্স:

বিস্তৃত শিক্ষাক্রম

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২ (পরিমার্জিত ২০২৫)

(৪+ বয়সি শিশুর জন্য)

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যক্রম		মূল্যায়ন নির্দেশনা		শিখন-শেখানো সামগ্রী
			পদ্ধতি ও কৌশল	পরিকল্পিত কাজ	পদ্ধতি	টুলস	
১. শারীরিক ও পেশিজ কার্যক্ষমতা	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তায় ও সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম এবং খেলাধুলা করতে পারা।	১.১.১ সহায়তা নিয়ে ও সাবলীলভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম করতে পারবে।	প্রদর্শন অনুশীলন	নির্দেশনা অনুসরণ করে হাত ও পা ব্যবহার করে বয়স উপযোগী ব্যায়াম করা।	পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	শিক্ষক সহায়িকা ছবি/চিত্র/ভিডিয়ো
		১.১.২ সহায়তা নিয়ে ও সাবলীলভাবে নিজে দৈনন্দিন বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে।		দৈনন্দিন কাজের ভূমিকাভিনয় ও বাস্তব অনুশীলন (যেমন: বোতাম লাগানো-খোলা, চুল-আঁচড়ানো, দাঁত ব্রাশ, জুতা পরা ইত্যাদি) করা।			শিক্ষক সহায়িকা খেলাধুলার বিভিন্ন উপকরণ (যেমন: রশি, চক/কাঠি, বল, তিন-চাকার সাইকেল ইত্যাদি)
		১.১.৩ ভারসাম্য রক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাঁটতে, দৌড়াতে ও খেলাধুলা করতে পারবে।		ভারসাম্য রক্ষার বিভিন্ন কাজ ও খেলা (যেমন: হাঁটাচলা, দৌড়ানো, মেঝেতে/খেলার মাঠে সরলরেখা টেনে/রশির ওপর দিয়ে হাঁটা, চোখ ও হাতের সমন্বয় করে খেলা/কাজ, তিন-চাকার সাইকেল চালনা, একপায়ে হাঁটা/পা বদল করে হাঁটা, বলে লাথি মারা) করা।			

বিস্তৃত শিক্ষাক্রম

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২ (পরিমার্জিত ২০২৫)

৫+ বয়সিদের জন্য

শিক্ষাক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যক্রম		মূল্যায়ন নির্দেশনা		শিখন শেখানো সামগ্রী
			পদ্ধতি ও কৌশল	পরিকল্পিত কাজ	পদ্ধতি	টুলস	
১. শারীরিক ও পেশিজ কার্যক্ষমতা	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত ও বাঁধাযুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তা ছাড়া সাবলীলভাবে দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম ও খেলাধুলা করতে পারা।	১.১.১ অন্যের সহায়তা ছাড়া শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম করতে পারবে।	প্রদর্শন অনুশীলন	নির্দেশনা ও বাস্তব প্রদর্শন অনুসরণপূর্বক হাত, পা, ঘাড়, কোমর ব্যবহার করে ব্যায়াম করা।	পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	শিক্ষক সহায়িকা ছবি/চিত্র/ভিডিয়ো
		১.১.২ অন্যের সহায়তা ছাড়া দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে।	ভূমিকাভিনয় অনুশীলন খেলা	দৈনন্দিন কাজের ভূমিকাভিনয়। বাস্তব অনুশীলন (যেমন: হাঁটা, দৌড়ানো, খেলনা, বইপত্র ও কাপড় গুছিয়ে রাখা, একস্থান থেকে অন্যস্থানে জিনিসপত্র সরানো ইত্যাদি)।	পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	শিক্ষক সহায়িকা ছবি/চিত্র/ভিডিয়ো
		১.১.৩ ভারসাম্য রক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাঁটতে, দৌড়াতে ও খেলাধুলা করতে পারবে।	প্রদর্শন অনুশীলন	শ্রেণিকক্ষ ও বাইরের খেলা (যেমন: হাঁটাচলা, দৌড়ানো, রশির ওপর দিয়ে হাঁটা, এক পায়ে হাঁটা, গতি নিয়ন্ত্রণ করে বলে লাথি মারা, ধরা-ছোঁয়া, উঁচু-নিচুতে ওঠা-নামা, দুই-চাকার সাইকেল চালনা, পা বদল করে/এক পায়ে ভর করে কাজ/খেলা) অনুশীলন।	পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	শিক্ষক সহায়িকা খেলাধুলার বিভিন্ন উপকরণ ছবি/চিত্র/ভিডিয়ো
	১.২ সূক্ষ্মপেশি ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা।	১.২.১ সূক্ষ্মপেশি ব্যবহার করে ইচ্ছেমতো এবং নির্দেশনা অনুসরণ করে ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।	প্রদর্শন অনুশীলন	ইচ্ছেমতো আঁকিবুকি ও রং করার কাজ অনুশীলন।	পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	শিক্ষক সহায়িকা খাতা, ছবি আঁকার উপকরণ (যেমন: পেন্সিল, রং-পেন্সিল, চক, ক্রেয়ন, তুলি ইত্যাদি)।

অংশ-খঃ	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখনক্ষেত্রে ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুর অর্জন উপযোগী যোগ্যতার তুলনামূলক আলোচনা

শিখনক্ষেত্র	বয়স ৪$^{+}$ অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বয়স ৫$^{+}$ অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তায় ও সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম এবং খেলাধুলা করতে পারা।	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত ও বাঁধাযুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তা ছাড়া সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম (Moderately complex) এবং খেলাধুলা করতে পারা।
	১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা।	১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা
	১.৩ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে কাজ করতে পারা।	১.৩ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার ও সমন্বয় করে কাজ করতে পারা।
২. সামাজিক ও আবেগিক	২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারা।	২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশির সাথে যোগাযোগ করতে পারা।
	২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।	২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।
	২.৩ নিকট জনের কাছে নিজের সুবিধা-অসুবিধা, পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ করতে পারা।	২.৩ পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ ও ব্যবস্থাপনা করতে পারা।
৩. মুল্যবোধ ও নৈতিকতা	৩.১ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে বয়স উপযোগী কাজ করা, অনুরোধ রক্ষা ও নির্দেশনা অনুসরণ করা।	৩.১ বয়স উপযোগী কাজ, নির্দেশনা অনুসরণ ও অনুরোধ রক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে পারা।
	৩.২ পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও বন্ধুদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনপূর্বক সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।	৩.২ পরিবারের সদস্য, বন্ধু, নিকটজন ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।
	৩.৩ ভালো কাজের অনুশীলন করতে পারা।	৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে ভালো কাজ অনুসরণ করে মন্দ কাজ পরিহার করতে পারা।
	৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।	৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।
৪.	৪.১ বিভিন্ন উপায়ে মনের ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।	৪.১ চিহ্ন, সংকেত, ছোট ও সহজ বাক্য, অঙ্গভঙ্গি, ছবি ও চিত্রের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।

ভাষা ও যোগাযোগ	৪.২ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে পারা।	৪.২ পঞ্চ ইন্দ্রিয় (রং, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদ) ব্যবহার করে তথ্য প্রদান করতে পারা।
৫. গণিত ও যুক্তি	৫.১ আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে নিকট পরিবেশের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে তুলনা, অবস্থান, গণনা ও আকার-আকৃতি, প্যাটার্ন এবং পরিমাপের ধারণা অর্জন করতে পারা।	৫.১ আগ্রহ ও কৌতূহলের সাথে নিকট পরিবেশের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে তুলনা, অবস্থান, গণনা, যোগ বিয়োগ, আকার-আকৃতি, প্যাটার্ন এবং পরিমাপের ধারণা অর্জন করতে পারা।
৬. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সঙ্গে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা।	৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সাথে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা।
৭. পরিবেশ ও জলবায়ু	৭.১ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু/উপাদান, চিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা সম্পর্কে জেনে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারা।	৭.১ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু/উপাদান, চিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা সম্পর্কে জেনে প্রকাশ করতে পারা।
	৭.২ আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারা।	৭.২ আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারা।
	৭.৩ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারা।	৭.৩ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারা।
৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৮.১ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।	৮.১ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।
	৮.২ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের জড় ও জীবের পার্থক্য করতে পারা।	৮.২ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের জড় ও জীবের পার্থক্য করতে পারা।
	৮.৩ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারে আগ্রহী হতে পারা।	৮.৩ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারা।
৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা	৯.১ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আত্ম-ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা, খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম ও বিনোদনের মাধ্যমে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল থাকতে পারা।	৯.১ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আত্ম-ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা, খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম ও বিনোদনের মাধ্যমে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল থাকতে পারা।
	৯.২ নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা, মন্দলাগা, অস্বস্তি ও সমস্যা নিকটজনকে জানাতে পারা।	৯.২ নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা, মন্দলাগা, অস্বস্তি ও সমস্যা জানাতে পারা।
	৯.৩ বিপদজ্জনক ও ক্ষতিকারক বস্তু সম্পর্কে জেনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকতে পারা।	৯.৩ বিপদজ্জনক ও নিরাপদ বস্তু সম্পর্কে জেনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকতে পারা।

অধিবেশন: ০৩	প্রাক-প্রাথমিক শিখন সামগ্রী, শিক্ষা কার্যক্রম ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রী ও এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা বর্ণনা করতে পারবেন;

গ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ সজ্জা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ।

উপকরণ: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ (পরিমার্জিত ২০২৫), শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, তথ্যপত্রের ফটোকপি, মার্কার।

অংশ-ক:	শিখন-শেখানো সামগ্রী পরিচিতি ও এর ব্যবহার	সময়: ১৫ মিনিট

১. সকলকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। প্রশিক্ষণার্থীকে জিজ্ঞেস করুন- প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য কী কী ধরণের শিখন-শেখানো সামগ্রী বা শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে?

২. প্রশিক্ষণার্থীদের উত্তরগুলো হোয়াইট বোর্ডে লিখুন। **সহায়ক তথ্যপত্র-৩ (অংশ-ক)** এর আলোকে আলোচনা করুন।

৩. প্রশ্ন করুন- এ সকল সামগ্রী বা উপকরণ কারা ব্যবহার করে? এগুলো ব্যবহারের কোন নির্দেশনা আছে কি? ২/৩ জনের উল্টর শুনুন। **তথ্যপত্র-৩ (অংশ-ক)** পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বা নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে ধারণা পরিষ্কার করুন।

৪. ধন্যবাদ জানিয়ে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-খ:	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা	সময়: ৪০ মিনিট

১. কাজের শিরোনামটি বোর্ডে লিখুন। ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে বলুন। নিম্নোক্ত নমুনা প্রশ্নের মাধ্যমে ধারণা তুলে ধরতে সহায়তা করুন।

নমুনা প্রশ্নসমূহ:

(ক) ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুর শ্রেণি রুটিনের সময় কত ঘন্টা?

(খ) সাপ্তাহিক রুটিনে কয়টি কাজ রয়েছে?

(গ) সাপ্তাহিক রুটিনে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য কিসের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে?

(ঘ) বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা বলতে আমরা কী বুঝি?
(ঙ) প্রয়োজনে এ ধরনের সম্ভাব্য প্রশ্ন করে ধারণা তুলে আনুন।
(চ) --------------------------------
প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়িকার সহায়তা নিয়ে এ ধরনের আরও প্রশ্ন করে ধারণাটি স্পষ্ট করতে পারেন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন। এবার **১**ম দলকে প্রাক-প্রাথমিক ৪+ সহায়িকা এবং ২য় দলকে ৫+ শিক্ষক সহায়িকা হতে সাপ্তাহিক রুটিনটি বের করতে বলুন। একইভাবে ৩য় দলকে প্রাক-প্রাথমিক ৪+ সহায়িকা এবং ৪র্থ দলকে ৫+ শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা হতে বার্ষিক পরিকল্পনাটি বের করতে বলুন। (শিক্ষক সহায়িকা/ফটোকপি/সফট কপি সরববরাহ করুন)।
৩. প্রদত্ত অংশটি প্রত্যেক দলকে আলোচনা করতে বলুন। সাপ্তাহিক রুটিনের উপর **১**ম ও ২য় দলকে এবং বার্ষিক পরিকল্পনার উপর ৩য় ও ৪র্থ দলকে ৫/৬টি প্রশ্ন তৈরি করতে বলুন। প্রশ্ন প্রণয়নে নির্ধারিত বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ/ধারণা যেন উঠে আসে তা নিশ্চিত করতে বলুন। দলগত কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।
৪. প্রস্তুতি শেষে কুইজের আয়োজন করুন। প্রথম পর্বে **১**ম ও ২য় দল একে অপরকে এবং দ্বিতীয় পর্বে ৩য় ও ৪র্থ দল একে অপরকে প্রশ্ন (পুনরাবৃত্তি না করে) করতে বলুন।
৫. কোন বিষয় অস্পষ্টতা থাকলে সহায়ক তথ্যের আলোকে স্পষ্ট করুন।

অংশ-গঃ	**প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ সজ্জা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল**	**সময়ঃ ৩০ মিনিট**

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ সজ্জা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল শিরোনামটি বোর্ডে লিখুন।
২. প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ কীভাবে সাজালে শিশুর জন্য শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ নিরাপদ ও শিশুবান্ধব হবে বলে আপনি মনে করেন? প্রশ্নটি করে কয়েকজনের মতামত গ্রহণ করুন। **তথ্যপত্র ০৩ (অংশ-খ)** এর আলোকে ধারণা স্পষ্ট করুন। প্রয়োজনে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বা নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থাপন করুন।
৩. প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ৪টি দল গঠন করুন। **১**ম ও ২য় দলকে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সজ্জার কৌশলসমূহ **(তথ্যপত্র-০৩ এর খ)** এবং ৩য় ও ৪র্থ দলকে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ **(তথ্যপত্র-০৩ এর খ.২)** চিহ্নিত করতে বলুন। দলগত কাজের পূর্বে তথ্যপত্র সরবরাহ করুন। কাজ শেষে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা করে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-ঘঃ	**অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপ্তি**	**সময়ঃ ০৫ মিনিট**

১.অধিবেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া জানুন এবং আলোচিত বিষয়গুলোর সাথে অধিবেশনের শিখনফলসমূহ মিলিয়ে দেখুন। সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-০৩: প্রাক-প্রাথমিক শিখন সামগ্রী, শিক্ষা কার্যক্রম ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

অংশ-ক:	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রীর তালিকা ব্যবহার ও ব্যবহারকারীর জন্য নির্দেশনা

শিখন-শেখানো সামগ্রী/শিক্ষা উপকরণের নাম	ব্যবহারকারী	মন্তব্য
শিক্ষক সহায়িকা	শিক্ষকের জন্য	শিক্ষক সহায়িকা হলো প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার মূল শিখন-শেখানো সামগ্রী। শিক্ষক সহায়িকা অনসুরণ করে শিক্ষক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কাযর্ক্রম পরিচালনা করবেন। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কাযর্ক্রম বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সব তথ্য শিক্ষক সহায়িকায় সন্নিবেশিত করা আছে।
গল্পের বই (১০টি গল্পের বইয়ের একটি সেট)	শিশুদের জন্য	প্রাক-প্রাথমিক ৫+ বয়সি শিশুদের গল্পের বইয়ের সেটে শিশুদের উপযোগী ১০টি ভিন্ন ভিন্ন গল্পের বই রয়েছে। এই গল্পের বইগুলো প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) ব্যবহার করা হবে। শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষক গল্প বলার কাযর্ক্রম পরিচালনা করবেন।
এসো আঁকিবুকি করি এসো লিখতে শিখি	শিশুদের জন্য	"এসো আঁকিবুকি করি" বইটি ৪+ শিশুদের আঁকিবুকি ও প্রাক-লিখন অনুশীলনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। "এসো লিখতে শিখি " বইটি ৫+ শিশুদের আঁকিবুকি ও প্রাক-লিখন অনুশীলনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।
ফ্লিপচার্ট	শিক্ষক ও শিশুদের জন্য	৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে ফ্লিপচার্ট সরবরাহ করা হয়েছে ষেখান থেকে পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ফ্লিপচার্টের নির্ধারিত পৃষ্ঠাগুলো ব্যবহার করতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৪+ এর শিক্ষক সহায়িকায় বিভিন্ন কাজে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করবেন।

খেলার সামগ্রী ও অন্যান্য উপকরণ	শিশুদের জন্য	প্রতিটি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ৪টি করে ভূবন (কর্নার) থাকবে। ভূবন ৪টি হলো- কল্পনার ভূবন (কর্নার) ,রঙের ভূবন, (কর্নার) ,গল্পের ভূবন(কর্নার) এবং বাইরের ভূবন (বালি ও পানির কর্নার) ।এই ৪টি ভূবনে যেসব খেলার সামগ্রী ও উপকরণ থাকবে তার তালিকা শিক্ষক সহায়িকার শারীরিক ও পেশীজ কর্মক্ষমতা (খেলা) অধ্যায়ে সংযুক্ত করা রয়েছে। খেলার সামগ্রী ও উপকরণসমূহ বিদ্যালয়কে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া ৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেসব খেলার সামগ্রী আছে সেগুলোও ব্যবহার করা যেতে পারে। খেলার সামগ্রী ও উপকরণসমূহ ইচ্ছেমতো খেলার কাজের পাশাপাশি অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন- ভূমিকাভিনয়, অভিনয়, সৃজনশীল কাজ ইত্যাদি।
ফ্লাস কার্ড	শিশুদের জন্য	৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ফ্লাস কার্ডের যে সেট সরবরাহ করা হয়েছে, সেখান থেকে নির্ধারিত ফ্লাস কার্ড প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষক সহায়িকায় বিভিন্ন কাজে উল্লিখিত নিদের্শনা অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফ্লাস কার্ড ব্যবহার করবেন।
অন্যান্য উপকরণ	শিক্ষক ও শিশুদের জন্য	কাগজ কাটার কাঁচি, পেন্সিল, রং পেন্সিল, শার্পনার, রাবার, চক, সাদা কাগজ ইত্যাদি ।স্টেশনারি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে এগুলো ক্রয় করতে হবে।
হাজিরা খাতা ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	শিক্ষকের জন্য	স্টেশনারি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে একটি রেজিস্টার খাতা ক্রয় করে শিক্ষককে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অনুরূপ একটি হাজিরা খাতা তৈরি করে নিতে হবে। হাজিরা খাতায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির রেকর্ড করার পাশাপাশি শিক্ষক সহায়িকার উল্লিখিত “প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী মূল্যায়ন ছকটি” সব শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা আলাদা সংযুক্ত করতে হবে।

অংশ-খ:	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) এর বার্ষিক পরিকল্পনা

বার্ষিক পরিকল্পনা

মাস	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	গণিত ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু, নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, সামাজিক ও আবেগিক, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	সমাপনী
১ম	• কুশল বিনিময় • ভাব বিনিময় • পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা • নিজের পরিচিতি • বিদ্যালয় পরিচিতি • সহপাঠীদের সাথে পরিচিতি ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সাথে পরিচিতি • শিখন সামগ্রীর পরিচিতি • জাতীয় সংগীত • ব্যায়াম নং ১ • ব্যায়াম নং ২	**শোনা ও বলা** • কথোপকথন • অভিজ্ঞতার গল্প **ছড়া** • তাই তাই তাই • বাক বাকুম পায়রা **গান** • আয় আয় চাঁদ মামা **গল্প** • বলতো আমি কে? **প্রাক-পঠন** • ছবি পড়া **প্রাক-লিখন** • ইচ্ছেমতো আঁকিবুকি করি	**চারুকলা** • ছবি আঁকার উপকরণ চিনি • ডট মিলিয়ে ছবি আঁকি ও রং করি **কারুকলা** • কাগজ ভাঁজ করতে শিখি • কাগজ দিয়ে খেলনা বানাই **সৌন্দর্যবোধের কাজ** • নিজেকে পরিপাটি রাখি	**গণিত ও যুক্তি** • ছোটো-বড়ো • লম্বা-খাটো **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** • বিভিন্ন বস্তুর তথ্য সংগ্রহ করি ও কারণ জানি	**পরিবেশ ও জলবায়ু** • প্রিয় জিনিসের কথা বলি **নির্দেশনার খেলা** • ভিতরের খেলা - নামের খেলা (নিজের নাম) - শুনি ও উড়ি - বাজনার সাথে হাত বদল • বাহিরের খেলা - আতাপাতা বিনের পাতা - ইচ্ছেমতো আঁকা	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** • আমাদের শরীর সম্পর্কে জানি • শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নাম জানি • শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ জানি **সুরক্ষা** • বিপজ্জনক বস্তু সম্পর্কে জানি **সামাজিক ও আবেগিক** • শুভেচ্ছা বিনিময় করি **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** • আগ্রহের সাথে কাজ করি	• ইচ্ছেমতো খেলা • চলো বিশ্রাম নিই • ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা • হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা
২য়	• কুশল বিনিময় • ভাব বিনিময় • পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা • জাতীয় সংগীত • ব্যায়াম নং ১ • ব্যায়াম নং ৩ • ব্যায়াম নং ৪	**শোনা ও বলা** • কথোপকথন • অভিজ্ঞতার গল্প **ছড়া** • মায়ের হাসি • চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে **গান** • ঝড় এলো এলো ঝড় **গল্প** • তৃষ্ণার্ত জলপানি • আমরা আপন জন **প্রাক-লিখন** • ইচ্ছেমতো আঁকিবুকি করি • দাগ মিলিয়ে সোজা লাইন আঁকি • খালি জায়গায় সোজা লাইন আঁকি **প্রাক-পঠন** • সংকেত চেনার খেলা	**চারুকলা** • জাতীয় পতাকা আঁকি ও রং করি • ইচ্ছেমতো রং করি **কারুকলা** • রঙিন পাখা বানাই • রঙিন পতাকা বানাই **সৌন্দর্যবোধের কাজ** • আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখি	**গণিত ও যুক্তি** • মোটা-চিকন • কম বেশি • ডান-বাম **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** • জড় ও জীবকে জানি	**পরিবেশ ও জলবায়ু** • আমাদের চারপাশের পরিবেশকে চিনি **নির্দেশনার খেলা** • ভিতরের খেলা - যা বলি তাই করো - বিড়াল তোমার মাছ নিল কে? - বলতো আমার বন্ধু কে? • বাহিরের খেলা - হাঁস দৌড় - বাজনার সাথে হাঁটি	**শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য** • কেশগুড়ি ঝিকঝিক • আমরা দাঁত মাজি ধাপ- ১ ধাপ-২ **সুরক্ষা** • বিপদের উৎস সম্পর্কে জানি **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা** • মিলেমিশে থাকি	• ইচ্ছেমতো খেলা • চলো বিশ্রাম নিই • ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা • হাজিরা খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কার্যক্রমের সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন
দৈনিক সময়: ২ ঘণ্টা

দিন	দৈনিক কার্যক্রম								
	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	গণিত ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	বিশ্রাম	পরিবেশ ও জলবায়ু, নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, সামাজিক ও আবেগিক	ইচ্ছেমতো খেলা	সমাপনী
সময়	১০মিনিট	১৫ মিনিট	১৫ মিনিট	১৫ মিনিট	১০ মিনিট	২০ মিনিট	১৫ মিনিট	১৫ মিনিট	১০ মিনিট
রবিবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ছড়া	চারুকলা	গণিত ও যুক্তি (প্রাক- গাণিতিক কাজ)	বিশ্রাম	ভিতরের খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য	ইচ্ছেমতো খেলা	ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা
সোমবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	গান	চারুকলা	গণিত ও যুক্তি (প্রাক-গাণিতিক কাজ)		ভিতরের খেলা	সুরক্ষা	ইচ্ছেমতো খেলা	ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা
মঙ্গলবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	গল্প	কারুকলা	গণিত ও যুক্তি (প্রাক-গাণিতিক কাজ)		বাহিরের খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য	ইচ্ছেমতো খেলা	ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা
বুধবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	প্রাক-লিখন (ইচ্ছেমতো আঁকা)	কারুকলা	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাজ		পরিবেশ ও জলবায়ুর কাজ	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য	ইচ্ছেমতো খেলা	ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা
বৃহস্পতিবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	কথোপকথন, অভিজ্ঞতার গল্প প্রাক-পঠন, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার	চারুকলা/ সৌন্দর্যবোধের কাজ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি		বাহিরের খেলা	সামাজিক ও আবেগিক	ইচ্ছেমতো খেলা	ছড়ায় ছড়ায় শেষ করা

দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে ২ ঘণ্টা ঠিক রেখে উপরের ছকে দেওয়া দৈনন্দিন ৮টি কার্যক্রমের নির্ধারিত সময়ের কম বেশি করতে পারবেন।

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

মাস	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	গণিত ও যুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু এবং নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং সামাজিক ও আবেগিক	সমাপনী
১ম	১. কুশল বিনিময় ও সহযোগীর মনোভাব ২. ভাব বিনিময় ৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৪. নিজের পরিচিতি ৫. বিদ্যালয় পরিচিতি ৬. সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সাথে পরিচিতি ৭. শিখন- শেখানো সামগ্রীর পরিচিতি ৮. জাতীয় সংগীত ৯. ব্যায়াম নং ১ ১০. ব্যায়াম নং ২	শোনা-বলা ছড়া ১. হাট্টিমাটিম টিম ২. আমপাতা জোড়া জোড়া গান ১. তুনতুনি পাখি ময়না টিয়ে ২. দোল দোল দোলনি গল্প ১. কোথায় আমার মা? ২. শেয়াল ও কাক কথোপকথন অভিজ্ঞতার গল্প প্রাক-লিখন ১. ইচ্ছেমতো আঁকি	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা চারুকলা কাজ-১। ইচ্ছেমতো আঁকি ও রং করি কারুকলা কাজ-৬। কাদা/ মাটি দিয়ে খেলনা বানাই মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ১. আনন্দের সাথে কাজ করা	প্রাক-গাণিতিক ধারণা ১। ছোটো-বড়ো ২। মোটা-চিকন ৩। লম্বা-খাটো ৪। কম-বেশি ৫। হালকা-ভারী সংখ্যার ধারণা ১। গণনা করি ও দাগ টেনে মিল করি ২। গণনা করি ও সমান সংখ্যক দাগ টানি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজ-১। বিভিন্ন ঋতু চিত্র ঘটনা সম্পর্কে জানি	নির্দেশনার খেলা ভিতরের খেলা- ১. কোলাব্যাঙ টিক টিক ২. কাকে তুমি বন্ধু চাও বাইরের খেলা- ১. ফুল টোকা পরিবেশ ও জলবায়ু কাজ-১। আমার জিনিসগুলোর যত্ন নিই	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ১. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যবহার জানি ২. দাঁত মাজি সুরক্ষা ১. বিপজ্জনক বস্তু ও বিপদের উৎস সম্পর্কে জানি সামাজিক ও আবেগিক কাজ-১। কুশল বিনিময় করি	১. ইচ্ছেমতো খেলা ২. ছড়া বিশ্লেষণ করি ৩. যত্ন করে শেষ করি ৪. ব্যক্তির খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা
২য়	১. কুশল বিনিময় ও সহযোগীর মনোভাব ২. ভাব বিনিময় ৩. নিজের পরিচিতি ৪. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৫. জাতীয় সংগীত ৬. ব্যায়াম নং ১ ৭. ব্যায়াম নং ৩ ৮. ব্যায়াম নং ৪	শোনা-বলা ছড়া ১. টিয়া টিয়া সবুজ টিয়া ২. নোটন নোটন পায়রাগুলো গান ১. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২. একদম মজা হয় না গল্প ১. পানি ২. ভুট্টি আমার কথোপকথন অভিজ্ঞতার গল্প নাম থেকে বলি প্রাক-পঠন ১. ছবির গল্প পড়া প্রাক-লিখন ১. ইচ্ছেমতো আঁকি ২. দাগ টানি, যেমন আছে তেমন আঁকি	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা চারুকলা কাজ-১। ইচ্ছেমতো আঁকি ও রং করি কারুকলা কাজ-৬। কাদা/ মাটি দিয়ে খেলনা বানাই (পুনরাবৃত্তি) মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ১.মিলেমিশে থাকি ও সহযোগিতা করি	প্রাক-গাণিতিক ধারণা ১। ডান-বাম ২। ভিতর-বাহির ৩। উপর-নিচ ৪। সামনে-পিছনে ৫। উঁচু-নিচু সংখ্যার ধারণা ১। গণনা করি এবং সংখ্যা চিনি ও লিখি (১-৫) ২। সংখ্যা অনুযায়ী গোল আঁকি (১-৫) ৩। ছবি দেখে খালি ঘরে সংখ্যা লিখি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজ-২। কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে কাজ-১। বিভিন্ন ঋতু চিত্র ঘটনা সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি)	নির্দেশনার খেলা ভিতরের খেলা- ১. রাজা-রানি খেলা ২. রুমাল জাদু খেলা বাইরের খেলা- ১. কানামাছি ভোঁ ভোঁ পরিবেশ ও জলবায়ু কাজ-২। আমাদের চারপাশের পরিবেশকে জানি কাজ-১। আমার জিনিসগুলোর যত্ন নিই (পুনরাবৃত্তি)	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ১. দাঁত মাজি (পুনরাবৃত্তি) ২. নখ কাটি চুল ছাঁটি ৩. হাঁচি কাশির সময় নাক মুখ ঢাকি সুরক্ষা ১. বিপজ্জনক বস্তু ও বিপদের উৎস সম্পর্কে জানি (পুনরাবৃত্তি) সামাজিক ও আবেগিক কাজ-২। বড়দের সম্মান ও ছোটো স্নেহ করি কাজ-১। কুশল বিনিময় করি (পুনরাবৃত্তি)	১. ইচ্ছেমতো খেলা ২. ছড়া বিশ্লেষণ করি ৩. যত্ন করে শেষ করি ৪. ব্যক্তির খাতায় শিশুর উপস্থিতি রেকর্ড করা

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন

দৈনিক সময়: ২ ঘণ্টা ৩০মিনিট

দিন	দৈনিক কার্যক্রম								
	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ভাষা ও যোগাযোগ	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	ভাষা ও যোগাযোগ	বিশ্রাম	গণিত ও যুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু এবং নির্দেশনার খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং সামাজিক ও আবেগিক	ইচ্ছেমতো খেলা ও মজা করে শেষ করি
সময়	১০মিনিট	১৫ মিনিট	২০ মিনিট	২০ মিনিট	১০ মিনিট	২০ মিনিট	২০ মিনিট	২০ মিনিট	১৫ মিনিট
রবিবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ছড়া	চারুকলা	শোনা-বলা প্রাক-পঠন প্রাক-লিখন	বিশ্রাম	গণিত ও যুক্তি	ভিতরের খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য	ইচ্ছেমতো খেলা মজা করে শেষ করি
সোমবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	ছড়া	চারুকলা	শোনা-বলা প্রাক-পঠন প্রাক-লিখন		গণিত ও যুক্তি	ভিতরের খেলা	সুরক্ষা	ইচ্ছেমতো খেলা মজা করে শেষ করি
মঙ্গলবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	গান	কারুকলা	শোনা-বলা প্রাক-পঠন প্রাক-লিখন		গণিত ও যুক্তি	বাইরের খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য	ইচ্ছেমতো খেলা মজা করে শেষ করি
বুধবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	গল্প	কারুকলা	শোনা-বলা প্রাক-পঠন প্রাক-লিখন		গণিত ও যুক্তি	বাইরের খেলা	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য	ইচ্ছেমতো খেলা ও মজা করে শেষ করি
বৃহস্পতিবার	দৈনিক সমাবেশ ও ব্যায়াম	গল্প	সৌন্দর্যবোধ/ মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	শোনা-বলা প্রাক-পঠন প্রাক-লিখন		বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পরিবেশ ও জলবায়ু	সামাজিক ও আবেগিক	ইচ্ছেমতো খেলা মজা করে শেষ করি

দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে ২:৩০ ঘণ্টা ঠিক রেখে উপরের ছকে দেওয়া দৈনন্দিন ৮টি কার্যক্রমের নির্ধারিত সময়ের কম বেশি করতে পারবেন।

অংশ-গঃ	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ সজ্জা, ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ বিন্যাসের কৌশল

১)শ্রেণিকক্ষ সজ্জা (প্রাক-প্রাথমিক)

শ্রেণিকক্ষে শিখন উপকরণসমূহ বিভিন্ন ভূবনে (কর্ণারের)সঠিকভাবে সজ্জিত করা প্রয়োজন। ভূবনে (কর্ণারের) উপকরণসমূহ যথাযথ স্থানে রাখার পরও এমন অনেক জায়গা থাকে যা শিশুবান্ধব করে সাজালে শিশুরা আনন্দ পায় এবং শ্রেণিকক্ষকে তাদের প্রিয় জায়গা মনে করে। শিশুদের তৈরি ডিজাইন ও শিশুদের আঁকা ছবি দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সুন্দর করে সাজানো যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন শিশুতোষ ছবি, পোস্টার পেইন্টিং, চার্ট ইত্যাদি দিয়েও কক্ষ সাজানো যেতে পারে। সর্বোপরি বিভিন্ন রঙিন কাগজ কেটে দেয়াল ও ছাদ সাজালে এবং নিয়মিত সাজ পরিবর্তন করলে শ্রেণিকক্ষের প্রতি শিশুদের আকর্ষণ বাড়ে। সাজসজ্জার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন-

- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কক্ষটি আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন নকশা, রঙিন কাগজ, ছবি ইত্যাদি ছাদ থেকে ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে।
- কক্ষের দরজা জানালাসমূহও রং কিংবা রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো যেতে পারে।
- কক্ষের বাইরের দেয়ালকেও সাজানো যেতে পারে। বাইরের যে খোলা জায়গায় বিভিন্ন সময় বাইরের খেলা ও কাজ করানো হবে সে জায়গাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাখতে হবে। প্রয়োজনে জায়গাটি চিহ্নিত করে রাখা যেতে পারে।
- সজ্জার ক্ষেত্রে শিশুদের হাতের কাজ এবং তাদের পছন্দকে গুরুত্ব দিতে হবে।

সুসম্পর্ক: একটি আকর্ষণীয় শিখন পরিবেশ শিশুদের বিভিন্নভাবে শেখার প্রবণতাকে উৎসাহিত ও সহায়তা করে। তাই শিশু-শিশু, শিশু-শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষক-বাবা/মা, শিশু-বাবা/মা ইত্যাদি পারস্পরিক সুসম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষের ভৌত পরিবেশের পাশাপাশি মানবিক পরিবেশকে আকর্ষণীয় এবং ইতিবাচক করতে শিশু, বাবা-মা, শিক্ষকসহ অন্যান্য সকলের অংশগ্রহণ এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি পরোক্ষভাবে শিশুকে ক্লাসে মনোযোগী, উৎসাহী, আগ্রহী এবং সক্রিয় থাকতে সহায়তা করে এবং ক্লাসে তারা খুশি থাকে, আনন্দে থাকে।

নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্নতা: ছোট শিশুদের শ্রেণিকক্ষ হতে হবে নিরাপদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শিশুরা প্রতিদিনই খেলাধুলা বা অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে তা নোংরা করে ফেলতে পারে তবে তা নিয়মিত পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিশুদের নিরাপত্তার জন্য যে কোন ক্ষতিকর জিনিস যেমন- চোখা কাঠি, বেত, ভাঙ্গা খেলনা, ভাঙ্গা গ্লাস, কাঁচের টুকরা ইত্যাদি দেখামাত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলতে হবে। শিক্ষকই প্রতিদিনের নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। শিশুদেরকেও তাদের উপযোগী বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে এই ব্যাপারে সচেতন করুন। যেমন-

- আসবাবপত্র, রেলিং, দরজা ও জানালা ইত্যাদির ধারালো কিনারা মসৃণ করে নিতে হবে যাতে শরীরের কোন অংশ লেগে কেটে না যায়। বিভিন্ন উঁচু স্থানে রেলিং থাকতে হবে এবং রেলিং ছাড়া অংশের উচ্চতা এমন হতে হবে যাতে শিশুরা পড়ে গিয়ে ব্যথা না পায়।
- দেয়ালের উপকরণ এমন হতে হবে যা থেকে পলেস্তারা বা গুঁড়ো উঠে না আসে। বিদ্যালয়ের সকল ভবনের মেঝে শক্ত, সমান ও মসৃণ হতে হবে। উঁচু-নিচু, গর্ত ও ফাটল থাকা যাবেনা।

➢ বিদ্যালয়ের পাশে উন্মুক্ত নালা, খাল, পুকুর, রাস্তা কিংবা বিপদজনক কোন জায়গা থেকে চলাচল আলাদা করতে যথেষ্ট উচ্চতা সম্পন্ন বেড়া ব্যবহার করা উচিত।

➢ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে পরিত্যক্ত গাছের গুঁড়ি, ইটের টুকরো, ইট কিংবা বড় পাথর লেগে শিশু যেন আহত না হয় সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

➢ সব স্থানে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা রাখা উচিত যাতে শিশুর চলাচল বাধাগ্রস্থ না হয়।

➢ আগুন বা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে পারে এমন জায়গা আলাদা করতে হবে।

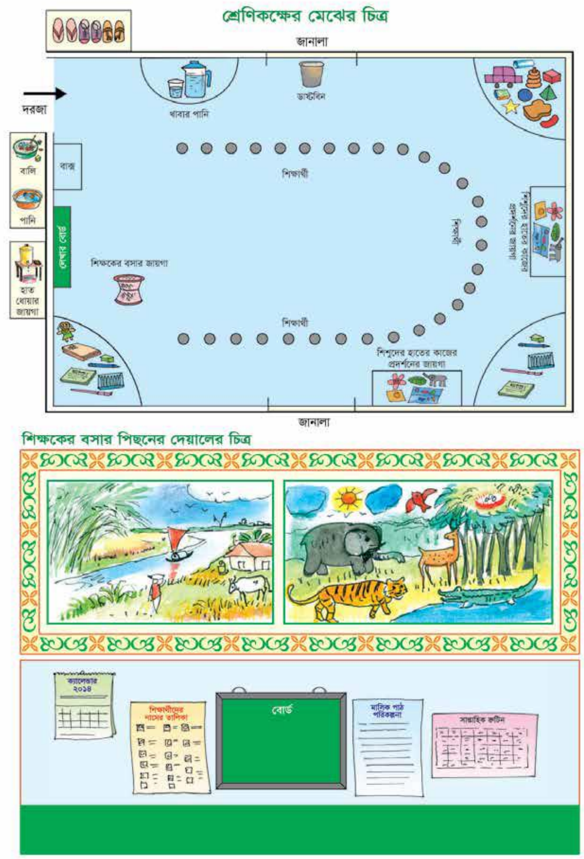

শ্রেণিকক্ষের পরিষ্কার পরিছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সম্পর্কে নির্দেশিকায় যে নির্দেশনা দেওয়া আছে তা হল-

❖ শ্রেণিকক্ষের এক কোণায় নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষের বাইরেও এ ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

❖ শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ময়লা ফেলার জন্য একটা বিন/পাত্র থাকতে হবে।

❖ শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিশুদের স্যান্ডেল/জুতা রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

❖ শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিশুদের সাবানসহ হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

একীভূততা: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণিকক্ষ বিন্যাস, সজ্জা ও ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে সব ধরনের শিশুর কথা বিবেচনায় রেখে একীভূততা নিশ্চিত করতে হবে। সজ্জার উপকরণ, ছবি, পেইন্টিংসহ অবকাঠামোগত বিষয়েও একীভূততা নিশ্চিত করতে সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

২)শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের একটি অন্যতম বিষয় হলো শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে দক্ষ শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ওপর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় শিক্ষকের বিষয়জ্ঞান, শিখন-শেখানো কৌশল, শিখন উপকরণ ইত্যাদি যতই ভালো হোক না কেন, তা কার্যকর হবে না যদি তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা না যায়। সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হয় যথাযথ শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। যথাযথ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিশুদের অসদাচরণ নিয়ন্ত্রণ ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার কিছু নীতি প্রতিষ্ঠা করা, শ্রেণিকক্ষে কার্যকর যোগাযোগ কৌশল

ব্যবহার করে শিশুদের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় রাখা ইত্যাদি কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা করা যায়। নিচে এরকম কিছু কৌশল দেওয়া হলো-

৩) খেলার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচরণ ব্যবস্থাপনার কৌশল

শ্রেণিকক্ষে শিশুর শিখন অনেকাংশে তাদের আচরণের ওপর নির্ভর করে। শ্রেণিকক্ষে শিশু আচরণ দু'ধরনের হয়- সহযোগিতামূলক ও অসহযোগিতামূলক আচরণ। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম বিষয় হলো শিশুর অসহযোগিতামূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে তার পরিবর্তে সহযোগিতামূলক আচরণ করানো। ৪ থেকে ৬ বছর বয়সি শিশুদের আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দলে তাদের সহযোগিতাপূর্ণ ও গঠনমূলক অংশগ্রহণ, যা খেলার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায় সহজেই। এই বয়সি শিশুরা খেলায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে নিজেদের আবেগ, আচরণ ও চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পায়। আবার এক খেলা থেকে অন্য খেলায় বা কাজে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শিশুদের মনোযোগ, আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করার জন্য শিক্ষক নিচের কৌশলগুলো অবলম্বন করতে পারেন। যেমন-

শিশুদের ভিন্ন ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয়:

শিশুদের ভিন্ন ধরনের আচরণ	শিক্ষকের কাজ
১. উদ্বেগপূর্ণ আচরণ। দুশ্চিনতাযুক্ত থাকা, মন ভারাক্রান্ড় হয়ে থাকা, অযথাই কান্নাকাটি করা।	১.এই ধরনের শিশুদের আলাদাভাবে সময় দিয়ে অন্যদের সঙ্গে খেলায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন। যেমন- তোমার কী মন খারাপ? তোমার কেমন লাগছে? তুমি কাকে বন্ধু পেলে খুশি হবে? তুমি কী খেলতে বা করতে চাও? ইত্যাদি। অন্য শিশুদের এই ধরনের শিশুদের সঙ্গে নিয়ে খেলতে বলবেন। প্রয়োজনে ঐ শিশুর সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করবেন।
২. উদ্দেশ্যহীন আচরণ: শিশু নিজে নিজে না খেলা, অন্য শিশুর খেলা না দেখা, উদ্দেশ্যহীন বা অন্যমনস্কভাবে ঘুরে বেড়ানো।	২. এই ধরনের শিশুদের অনির্দেশনামূলক কথার মাধ্যমে খেলায় অংশগ্রহণ করাবেন। যেমন- তুমি কী করছ? সবাই তো খেলছে, তুমি কী খেলতে চাও? কার সঙ্গে খেলতে চাও? কী দিয়ে খেলতে চাও? ইত্যাদি।
৩. দর্শকসুলভ আচরণ: নিজে নানারকম কাজ বা খেলায় অংশগ্রহণ না করে অন্যের খেলা/কাজ দেখে বা অন্যের কথা শুনে সময় কাটাতে পছন্দ করা। অন্যের খেলা দেখে এরা বেশি মজা পায়।	৩. এই ধরনের শিশুদের অনির্দেশনামূলক কথার মাধ্যমে খেলায় অংশগ্রহণ করাবেন। যেমন- তুমিও তাদের মতো খেলতে পারো, কোন খেলাটি

এই শিশুদের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস কম থাকে।	তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে? চলো আমরা সেই খেলাটি খেলি ইত্যাদি।
৪. আগ্রাসী আচরণ: খেলার সময় অন্যের জিনিস কেড়ে নেওয়া বা ভেঙে ফেলা, অন্য শিশুকে মারা বা আঘাত করা হঠাৎ অন্য শিশুদের সাথে ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে পড়া।	৪. এই ধরনের শিশুদের আলাদাভাবে সময় দিয়ে আদর যত্ন সহকারে কথা বলে ব্যবস্থাপনা করবেন এবং অন্য শিশুদের সঙ্গে মিলে মিশে খেলতে উৎসাহিত করবেন। যেমন- তুমি কী নিয়ে খেলতে চাও? যারা সুন্দর করে খেলে আমি তাদের খুব পছন্দ করি। তুমি অন্যদের সঙ্গে খেলতে চাইলে তারাও তোমার সঙ্গে খেলবে। আচ্ছা তুমি কোন ভুবনে খেলতে চাও? কাকে তুমি সাথী হিসেবে পেতে চাও? ইত্যাদি শিশুর ভালো দিকগুলো জেনে তার ভিত্তিতে শিশুকে প্রশংসা করবেন। তাকে এই বিশ্বাস দিতে হবে যে, কেউ তাকে অপছন্দ করে না (সবাই তাকে পছন্দ করে)। এভাবে শিশুর আচরণ যতদিন পরিবর্তন না হয়, ততদিন কাজটি করবেন। অন্য কারো সঙ্গে খেলতে না চাইলে প্রথম কিছুদিন শিক্ষক নিজে শিশুর সঙ্গে খেলবেন।

অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ প্রতিষ্ঠা

অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ হলো শ্রেণিকক্ষের এমন একটি অবস্থা যেখানে শিক্ষক ও শিশুদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও উষ্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। এ ধরনের শ্রেণি পরিবেশে শিশুরা সহযোগিতামূলক আচরণ ও ভয়-ভীতিমুক্ত পরিবেশে শিখতে পারে। শিশুরা বিভিন্ন কাজে মনোযোগী হয় এবং সক্রিয় থাকে। কিছু সাধারণ কৌশল অবলম্বন করে একটি অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ তৈরি করা যায়। যেমন-

- সম্পর্ক উন্নয়ন করা
- আচরণ বিধি প্রতিষ্ঠা
- যোগাযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা
- জেন্ডার ও জাতিগত বৈষম্য দূর করা
- বিশেষ চাহিদার প্রতি সাড়া দেওয়া ইত্যাদি।

অধিবেশন-৪	পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক প্রাথমিক রুটিনের পরিচিতি সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. প্রাক প্রাথমিক রুটিনের দৈনিক সমাবেশ সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;

গ. শিক্ষক সহায়িকার আলোকে পরিচিতি, দৈনিক সমাবেশ অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, সিমুলেশন।

উপকরণ: শিক্ষক সহায়িকা (৪+ বয়সী শিশুদের জন্য এবং ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য), পোস্টার পেপার, মার্কার, সিমুলেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ।

অংশ-ক:	পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশের কার্যক্রমের ধারণা এবং সিমুলেশন	সময়: ৮৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।

৩. প্রদত্ত ছক মোতাবেক দলীয় কাজ বুঝিয়ে দিন। কাজটির জন্য ২০ মিনিট সময় দিন।

ছক

দল	বিষয়	দলগত কাজের বিবরণ	
০১	**পরিচিতি**	কাজ:১- শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর **"পরিচিতি"** অংশে কী কী কাজ রয়েছে তার তালিকা তৈরি	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর আলোকে **"পরিচিতি"** কাজের উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি
০২	**পরিচিতি**	কাজ:১- শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর **"পরিচিতি"** অংশে কী কী কাজ রয়েছে তার তালিকা তৈরি	কাজ:২- শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর আলোকে **"পরিচিতি"** কাজের উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি (অবশ্যই দল-১ থেকে ভিন্ন কাজ)
০৩	**দৈনিক সমাবেশ**	কাজ:১- শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর **"দৈনিক সমাবেশ"** অংশে কী কী কাজ রয়েছে তার তালিকা তৈরি	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর আলোকে **"দৈনিক সমাবেশ"** কাজের উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি
০৪	**দৈনিক সমাবেশ**	কাজ:১- শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর **"দৈনিক সমাবেশ"** অংশে কী কী কাজ রয়েছে তার তালিকা তৈরি	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর আলোকে **"দৈনিক সমাবেশ"** কাজের উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি (অবশ্যই দল-৩ থেকে ভিন্ন কাজ)

৪. প্রয়োজনীয় পোস্টার পেপার, সাইনপেন ও শিক্ষক সহায়িকা সরবরাহ করুন।

৫. প্রতি দলকে কাজ: **১** ও কাজ: ২ উপস্থাপনের জন্য **১৫** মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপনের জন্য আহবান করুন।

৬. পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ **শিক্ষক** সহায়িকার (৪+ বয়সি) এবং (**৫+**বয়সি) আলোকে পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা সহায়কসহ অন্য দলের নির্ধারিত সদস্য**গণ** উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক অনুযায়ী পর্যবেক্ষন করবেন এবং ফিডব্যাক দিবেন।

****পাঠ প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ ছক**

পর্যবেক্ষকের নাম:		উপস্থাপনকারী শিক্ষকের নাম:
পাঠ উপস্থাপন শুরু:		পাঠ উপস্থাপন শেষ:
পাঠ উপস্থাপনের পর্যায়/ধাপ/কৌশল	সবল দিক	উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

৭. **সার্বিক মন্তব্য:**

৮. **পর্যবেক্ষণের তারিখ**

৯. সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-খ:	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপ্তি	সময়: ০৫ মিনিট

১. অধিবেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া শুনুন।

২. অধিবেশন সম্পর্কিত কোন তথ্য/ধারণা থাকলে তা তুলে ধরে সমাপ্ত করুন।[১]

[১] ** অন্যান্য পাঠ পর্যবেক্ষনে এই ছক ব্যবহার করা যেতে পারে।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-৪: পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ

পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ

প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য শ্রেণির শিশুদের জন্য পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ এর বিভিন্ন কাজ রাখা হয়েছে। পরিচিতির কাজগুলো শিক্ষক প্রথম মাসে করাবেন। পরবর্তী সময়ে সারা বছর দৈনিক সমাবেশের কাজগুলো করাবেন।

পরিচিতি	**দৈনিক সমাবেশ**
নিজের পরিচিতি	কুশল বিনিময় ও সহযোগিতার মনোভাব
বিদ্যালয় পরিচিতি	জাতীয় সংগীত
সহপাঠী ও শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিতি	ভাব বিনিময়
	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

****পাঠ প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ ছক**

পর্যবেক্ষকের নাম:		উপস্থাপনকারী শিক্ষকের নাম:
পাঠ উপস্থাপন শুরু:		পাঠ উপস্থাপন শেষ:
পাঠ উপস্থাপনের পর্যায়/ধাপ/কৌশল	সবল দিক	উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

সার্বিক মন্তব্য:

পর্যবেক্ষণের তারিখ

নিচে পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ শিখনক্ষেত্রের সিমুলেশন পরিচালনার জন্য- সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে পরিচিতি কাজটি শিক্ষক সহায়িকার(৫+) নির্দেশনা দেওয়া হলো :

কাজ । ৩ সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিতি

শিখনফল

২.১.২ শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশীর সাথে কুশল বিনিময় করতে পারবে।
৩.২.৩ শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

শিশুদের বিদ্যালয়ে আগমনের প্রথম দিন থেকেই শিক্ষক তাদের প্রত্যেকের নাম, বাবা-মায়ের নাম ও তার প্রিয় বন্ধুদের নাম জানার জন্য ছোটো ছোটো প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নগুলো এমনভাবে করবেন যাতে শিশুরা মজা পায় এবং আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দেয়। আলাপের মতো করে ধারাবাহিকভাবে এ কার্যক্রমটি চলতে থাকবে। এছাড়া প্রতিদিনের বিভিন্ন খেলার যে কার্যক্রম থাকবে তার ভিতর দিয়েও শিশুরা সহপাঠীদের সঙ্গে পরিচিত হবে।

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের নাম ধরে ডাকবেন।
- শিশুরা তার সহপাঠীদের নাম জানবে এবং তাদের বন্ধুদের নাম বলবে।
- শিক্ষক মাঝে মাঝে শিশুদের নিয়ে বছরের শুরুর দিকে নামের খেলা করবেন। এক্ষেত্রে শিশু প্রথমে নিজের নাম বলে পাশের বন্ধুকে নির্দেশ করে তার নাম জানতে চাইবে। যেমন- একজন শিশু বলবে, আমার নাম সুমি, বন্ধু তোমার নাম কী? পাশের বন্ধু বলবে, আমার নাম রিপন বন্ধু তোমার নাম কী? এভাবে পর্যায়ক্রমে শিশুরা নামের খেলাটি বছরের শুরুর দিকে খেলবে।
- শিক্ষক শিশুকে নিজের নাম, বাবা-মা, ভাইবোনের নাম বলতে উৎসাহিত এবং সহায়তা করবেন।
- পরিবারের নিকটআত্মীয় (দাদা-দাদি/দাদা-ঠাকুমা, নানা-নানি, মামা-মামি, চাচা-চাচি, খালা-খালু/মাসি-মেসো, ফুপু-ফুপা/পিসা-পিসি) সম্পর্কে বলতে সহায়তা করবেন। এছাড়াও যদি অন্য ধর্মের শিশু থাকে তবে তারা যে সম্বোধন করে সে অনুযায়ী বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক নিজের নাম শিশুদের বলবেন এবং অন্যান্য শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে নিয়ে এসে শিশুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবেন এবং প্রতিটি শিশুকে নিজের নাম বলতে বলবেন।

অধিবেশন-৫	শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা (ব্যায়াম)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ব্যায়াম সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষক সহায়িকার আলোকে ব্যায়াম অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, সিমুলেশন।

উপকরণ: শিক্ষক সহায়িকা (৪+ বয়সী শিশুদের জন্য ও ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য), পোস্টার পেপার, মার্কার, সিমুলেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ।

অংশ-ক:	ব্যায়াম কার্যক্রমের ধারণা এবং সিমুলেশন	সময়: ৮৫ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

১. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।

২. প্রদত্ত ছক মোতাবেক দলীয় কাজ বুঝিয়ে দিন। কাজটির জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন।

ছক

দল	বিষয়	দলগত কাজের বিবরণ	
০১	ব্যায়াম	কাজ:১- শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর **“ব্যায়াম”** অংশে কী কী ব্যায়াম রয়েছে তার তালিকা তৈরি	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর আলোকে যেকোন একটি ব্যায়ামের উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি
০২	ব্যায়াম	কাজ:১- শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর **“ব্যায়াম”** অংশে কী কী ব্যায়াম রয়েছে তার তালিকা তৈরি	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর আলোকে যেকোন একটি ব্যায়ামের উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি
০৩	ব্যায়াম	কাজ:১- শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর **“ব্যায়াম”** অংশে কী কী ব্যায়াম রয়েছে তার তালিকা তৈরি	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর আলোকে যেকোন একটি ব্যায়ামের উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি(অবশ্যই দল-১ থেকে ভিন্ন ব্যায়াম)
০৪	ব্যায়াম	কাজ:১- শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর **“ব্যায়াম”** অংশে কী কী ব্যায়াম রয়েছে তার তালিকা তৈরি	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর আলোকে যেকোন একটি ব্যায়ামের উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি (অবশ্যই দল-২ থেকে ভিন্ন ব্যায়াম)

৩. প্রয়োজনীয় পোস্টার পেপার, সাইনপেন ও শিক্ষক সহায়িকা সরবরাহ করুন।

৪. প্রতি দলকে কাজ: ১ ও কাজ: ২ উপস্থাপনের জন্য ১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপনের জন্য আহবান করুন। “ব্যায়াম” অংশে **শিক্ষক** সহায়িকার (৪+ বয়সি)

এবং (**৫+**বয়সি) আলোকে পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা সহায়কসহ অন্য দলের নির্ধারিত সদস্য**গণ** উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক অনুযায়ী পর্যবেক্ষন করবেন এবং ফিডব্যাক দিবেন।

৫. অধিবেশন শেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-খঃ	**অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপ্তি**	**সময়ঃ ০৫ মিনিট**

অধিবেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া শুনুন। অধিবেশন সম্পর্কিত কোন তথ্য/ধারণা থাকলে তা তুলে ধরে সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য ০৫	অধিবেশন-০৫: শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা (ব্যায়াম)

অংশ-ক:	ব্যায়াম কার্যক্রমের ধারণা এবং সিমুলেশন

শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা ব্যায়াম

একটি কর্মক্ষম, হাসি-খুশি, সুখী ও আনন্দময় জীবনের জন্য প্রত্যেক শিশুর সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন প্রয়োজন। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যায়াম অন্যতম উপায়। ব্যায়াম শিশুদের পেশী সঞ্চালনে দক্ষতা এবং শারীরিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়াও শিশুদের শারীরিক জড়তা দূর করা, আনন্দলাভ ও বিনোদনের জন্য ব্যায়াম একটি কার্যকর মাধ্যম। প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের বয়স বিবেচনা করে পাঠ্যসূচিতে ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুদের জন্য নির্বাচিত ব্যায়ামগুলো হলো-

১. ব্যায়াম: হাঁটা
২. হাতের ব্যায়াম: ফুলকলি
৩. হাতের ব্যায়াম: হাত নাড়ানো
৪. হাত-পা ও পিঠের ব্যায়াম: হাতি
৫.হাত ও পায়ের ব্যায়াম: তালি বাজানো
৬.কোমরের ব্যায়াম: কোমর দোলানো
৭.হাঁটুর ব্যায়াম

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের জন্য নির্বাচিত ব্যায়ামগুলো হলো-

১. ব্যায়াম: হাঁটা
২. হাতের ব্যায়াম: ফুলকলি
৩. হাতের ব্যায়াম: হাত নাড়ানো
৪. হাত ও ঘাড়ের ব্যায়াম: প্যাঁচা
৫. ঘাড়ের ব্যায়াম: ঘাড় নাড়ানো
৬. কোমরের ব্যায়াম: কোমর দোলানো
৭. পায়ের ব্যায়াম
৮. মাথা ও ঘাড়ের ব্যায়াম
৯. হাত ও পিঠের ব্যায়াম: হাতি
১০. হাত পা ও পিঠের ব্যায়াম: ডান-বাম দৃষ্টি

নিচে ব্যায়াম অংশের সিমুলেশন পরিচালনার জন্য- হাতের ব্যায়াম ফুলকলি কাজটি শিক্ষক সহায়িকার(৫+) নির্দেশনা দেওয়া হলো :

ব্যায়াম-২: হাতের ব্যায়াম- ফুলকলি

নিচের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষক ব্যায়ামটি করাবেন।

ধাপ	করণীয়	চিত্র
১	শিশুরা কাঁধে ও পাশে হাত রাখার পরিমাণ দূরত্ব রেখে দুই বা তিন সারিতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।	
২	'এক' বললে শিশুরা মাথার ওপর আড়াআড়িভাবে হাত তুলবে এবং ব্যায়ামের জন্য প্রস্তুতি নিবে।	
৩	'কলি' বললে শিশুরা হাতের আঙুলগুলো একসঙ্গে ফুলের কলির মতো করবে।	
৪	'ফুল' বললে আঙুলগুলো খুলে ফুলের মতো করবে। এভাবে তিনবার 'কলি' এবং তিনবার 'ফুল' এর মতো করবে।	
৫	'দুই' বললে শিশুরা হাত নামিয়ে ফেলবে।	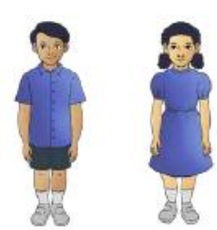

এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিনবার করবে। এরপর 'এক' নম্বর ব্যায়ামটি করবে।

অধিবেশন-৬	শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা (খেলা)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. খেলা সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষক সহায়িকার আলোকে খেলা অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, সিমুলেশন।

উপকরণ: শিক্ষক সহায়িকা (৪+ বয়সী শিশুদের জন্য এবং ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য), পোস্টার পেপার, মার্কার, সিমুলেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ।

অংশ-ক:	খেলা কার্যক্রমের ধারণা এবং সিমুলেশন	সময়: ৮৫ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

১. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।

২. প্রদত্ত ছক মোতাবেক দলীয় কাজ বুঝিয়ে দিন। কাজটির জন্য ২০ মিনিট সময় দিন।

ছক

দল	বিষয়	দলগত কাজের বিবরণ	
০১	শ্রেণিকক্ষের ভিতরের খেলা	কাজ:১- শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর " শ্রেণিকক্ষের ভিতরের **খেলা"** অংশে কী কী খেলা রয়েছে তার তালিকা তৈরি	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর আলোকে যেকোন একটি খেলার উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি
০২	শ্রেণিকক্ষের ভিতরের খেলা	কাজ:১- শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর" শ্রেণিকক্ষের ভিতরের **খেলা"** অংশে কী কী খেলা রয়েছে তার তালিকা তৈরি	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর আলোকে যেকোন একটি খেলার উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি
০৩	শ্রেণিকক্ষের বাহিরের খেলা	কাজ:১- শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর " শ্রেণিকক্ষের বাহিরের **খেলা"** অংশে কী কী খেলা রয়েছে তার তালিকা তৈরি	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৪ + এর আলোকে যেকোন একটি খেলার উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি (অবশ্যই দল-১ থেকে ভিন্ন খেলা)

০৪	শ্রেণিকক্ষের বাহিরের খেলা	কাজ:১- শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর" শ্রেণিকক্ষের বাহিরের **খেলা"** অংশে কী কী খেলা রয়েছে তার তালিকা তৈরি	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর আলোকে যেকোন একটি খেলার উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি (অবশ্যই দল-২ থেকে ভিন্ন খেলা)

১. প্রয়োজনীয় পোস্টার পেপার, সাইনপেন ও শিক্ষক সহায়িকা সরবরাহ করুন।

২. প্রতি দলকে কাজ: ১ ও কাজ: ২ উপস্থাপনের জন্য ১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপনের জন্য আহবান করুন। "খেলা" অংশে **শিক্ষক** সহায়িকার (৪+ বয়সি) এবং (৫+বয়সি) আলোকে পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা সহায়কসহ অন্য দলের নির্ধারিত সদস্য**গণ** উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক অনুযায়ী পর্যবেক্ষন করবেন এবং ফিডব্যাক দিবেন।

৩. অধিবেশন শেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-খ:	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপ্তি	সময়: ০৫ মিনিট

অধিবেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া শুনুন। অধিবেশন সম্পর্কিত কোন তথ্য/ধারণা থাকলে তা তুলে ধরে সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-৬: শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা (খেলা)

অংশ-ক:	খেলা কার্যক্রমের ধারণা এবং সিমুলেশন

খেলা হলো শিশুর সবচেয়ে পছন্দনীয় একটি কাজ। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) পর্যায়ে শিশুর জন্য খেলা হলো শেখার একটি অন্যতম উপায়। বিষয়ভিত্তিক শিখন অর্জন ছাড়াও শিশুদের আনন্দলাভ, বিনোদন এবং সার্বিক বিকাশ লাভের জন্য খেলার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুরা যেমন একাকী ও ইচ্ছেমতো খেলতে পছন্দ করে, তেমনই অন্য শিশুদের সাথে মিলেমিশে ছোটো বা বড়ো দলে খেলতে ভালবাসে। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুদের বয়স বিবেচনা করে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) পাঠ্যসূচিতে খেলা অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এসব খেলাকে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) পাঠ্যসূচিতে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ক) ইচ্ছেমতো খেলা খ) নির্দেশনার খেলা।

শ্রেণিকক্ষের ভিতরের খেলার তালিকা

১. নামের খেলা
২. শুনি ও উড়ি
৩. বাজনার সাথে হাত বদল
৪. যা করি তাই করো
৫. বিড়াল তোমার মাছ নিলো কে?
৬. বলো তো আমার বন্ধু কে?
৭. না দেখে স্পর্শ করে বলতে পারি
৮. আগের মতো সাজাই
৯. জোড়া তৈরির খেলা
১০. ফুলের নামের খেলা
১১. আমি যা দেখি, তা কি তুমি দেখো?
১২. দলনেতা খুঁজে বের করি
১৩. ছন্দে ছন্দে হাততালি
১৪. রুমাল খোঁজা
১৫. ফলের নামের খেলা
১৬. বলো তো আমি কী করি?
১৭. থেমে যাও
১৮. কে বলে মিউ?
১৯. স্মৃতির খেলা
২০. খাবারের নামের খেলা
২১. বল পাসিং
২২. জিনিস চেনার খেলা
২৩. যা বলি তা দেখাও
২৪. বলো তো কীসের শব্দ?
২৫. মালা গো মালা
২৬. যানবাহনের নামের খেলা
২৭. পাখির নামের খেলা
২৮. প্রযুক্তির নামের খেলা

শ্রেণিকক্ষের বাইরের খেলার তালিকা

১. আতা পাতা কিসের পাতা
২. ইচ্ছেমতো আঁকা
৩. হাঁস দৌড়
৪. লাল বাতি সবুজ বাতি
৫. বাজনার সাথে হাঁটা
৬. ছুঁয়ে আসা
৭. কুমির কুমির
৮. নানাভাবে পার হই
৯. দেখি কে ফেলতে পারে?
১০. লাইন লম্বা করি
১১. কানামাছি ভোঁ ভোঁ
১২. বাঘ হরিণ
১৩. পাহাড়-নদী
১৪. রশির ওপর হাঁটি

১৫.	ওপেনটি বাইস্কোপ
১৬.	আমার ঘরে কে রে?
১৭.	শুনি ও চলি
১৮.	সবাই মিলে লাফিয়ে চলি

নিচে খেলা অংশের সিমুলেশন পরিচালনার জন্য - বর্ণ চেনার খেলা কাজটি শিক্ষক সহায়িকার(৫+) নির্দেশনা দেওয়া হলো :

খেলা । ১০ বর্ণ চেনার খেলা

উপকরণ ফ্লাশ কার্ড, হাতে তৈরি বর্ণ ও শব্দ কার্ড

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াবেন। সবাইকে একটি করে বর্ণের কার্ড দিবেন। বর্ণ কার্ড দেওয়ার সময় শিক্ষক অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে কার্ডগুলো শিক্ষার্থীদের হাতে দেওয়া হয়েছে এই বর্ণগুলির সাথে শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয়েছে।
- এবার আপনি একটি পরিচিত শব্দ উচ্চারণ করবেন এবং শিশুদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। প্রয়োজনে শব্দ কার্ড তৈরি করে শিশুদের দেখানো যেতে পারে। এবার যে শব্দটি উচ্চারণ করেছেন সেই শব্দের প্রথম বর্ণটি যাদের কাছে আছে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যেমন- বলুন, "কলম"। তখন যেসব শিশুদের কাছে "ক" বর্ণের কার্ড থাকবে তারা হাত তুলবে।
- এভাবে বিভিন্ন পরিচিত শব্দ উচ্চারণ করুন ও লক্ষ্য রাখবেন যাতে শিশুরা সবাই বর্ণ সনাক্ত করার সুযোগ পায়।
- শিশুরা যখন খেলার সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন তাদের মধ্য থেকে কাউকে খেলা পরিচালনা করতে দিবেন।

অধিবেশন: ০৭	সামাজিক ও আবেগিক

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. সামাজিক ও আবেগিক ক্ষেত্রের কাজসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. সামাজিক ও আবেগিক ক্ষেত্রের কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, সিমুলেশন।

উপকরণ: শিক্ষক সহায়িকা (৪+ ও ৫+), পোস্টার পেপার, মার্কার, সিমুলেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ

অংশ-ক:	শিশুর সামাজিক ও আবেগিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং সিমুলেশন	সময়: ৮৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।
৩. প্রদত্ত ছক মোতাবেক দলীয় কাজ বুঝিয়ে দিন। দলগত কাজের জন্য ২০ মিনিট সময় দিন।

ছক

দল	বিষয়	দলগত কাজের বিবরণ	
০১	সামাজিক ও আবেগিক ক্ষেত্রের	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকার সামাজিক ও আবেগিক বিষয়ক কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৪+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **“সামাজিক”** বিষয়ক একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০২	সামাজিক ও আবেগিক ক্ষেত্রের	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকার আবেগিক বিষয়ক কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৪+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **‘আবেগিক’** বিষয়ক একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০৩	সামাজিক ও আবেগিক ক্ষেত্রের	কাজ-১: ৫+ শিক্ষক সহায়িকার সামাজিক বিষয়ক কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৫+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে “ সামাজিক ” বিষয়ক প্রথম ৫টি থেকে যেকোন একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন

০৪	সামাজিক ও আবেগিক ক্ষেত্রের	কাজ-১: ৫+ শিক্ষক সহায়িকার আবেগিক বিষয়ক কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৫+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে "আবেগিক" বিষয়ক শেষ ৫টি থেকে যেকোন একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন

৪. প্রয়োজনীয় পোস্টার পেপার, সাইনপেন ও শিক্ষক সহায়িকা সরবরাহ করুন।

৫. প্রতি দলকে কাজ: ১ ও কাজ: ২ উপস্থাপনের জন্য ১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপনের জন্য আহবান করুন। " সামাজিক ও আবেগিক " অংশে **শিক্ষক** সহায়িকার (৪+ বয়সি) এবং (৫+বয়সি) আলোকে পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা সহায়কসহ অন্য দলের নির্ধারিত সদস্য**গণ** উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক অনুযায়ী পর্যবেক্ষন করবেন এবং ফিডব্যাক দিবেন।

৬.অধিবেশন শেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-খ:	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপ্তি	সময়: ০৫ মিনিট

অধিবেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া শুনে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	**অধিবেশন: ০৭ সামাজিক ও আবেগিক**

অংশ-ক:	**সামাজিক ও আবেগিক সম্পর্কিত কাজ ও সিমুলেশন**

শিশুর সামাজিক-আবেগিক বিকাশ হলো একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ বিকাশ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু নিজের ও অন্যের আবেগ-অনুভূতি বুঝতে পারে, অন্যের সঙ্গে মিশতে পারে, বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে এবং অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে পারে। শিশু বিভিন্ন ঝুঁকিও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে। সামাজিক-আবেগিক বিকাশের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ (self−regulation) দক্ষতার বিকাশ ঘটে। আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক দক্ষতা শিশুকে আচরণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি তার আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তার নমনীয়তা প্রকাশে সাহায্য করে। নিজের মনের ভাব সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারা এবং
নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা বলতে পারার দক্ষতা অর্জন করা প্রতিটি শিশুর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দক্ষতাটির ফলাফল সুদূরপ্রসারীএবং জীবনব্যাপী। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা এই দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের আরও ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারবে।শিশুর সামাজিক-আবেগিক বিকাশে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে মা-বাবা হলেন শিশুর প্রম শিক্ষক। শিশুর ব্যক্তিত্ব ,নিজের সম্পর্কে ধারণা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পারিবারিক বিভিন্ন রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি শিশু ধীরে ধীরে সামাজিক দক্ষতাগুলো অর্জন করে। পরিবারের সদস্যদের সাথে মিশতে
পারা, ভাব বিনিময় করা, নিজের আবেগ অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমেই তার সামাজিকীকরণ শুরু হয়। নিজের পরিচয় জানা, পরিবাবের সদস্যদের পরিচয় জানা, বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের আদর করা, নিজের প্রয়োজন ও সুবিধা-অসুবিধা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারা; পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের আবেগ চিহ্নিত করতে পারা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারা এসব বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়েআলোচনা করা হয়েছে।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবার, আতড়বীয়-স্বজন, শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশীর সাথে যোগাযোগ করতে পারা।

২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।

২.৩ পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ ও ব্যবস্থাপনা করতে পারা।

সামাজিক ও আবেগিক বিষয়ক কাজের তালিকা:

শিক্ষক সহায়িকার (৪+ বয়সি) সামাজিক ও আবেগিক বিষয়ক কাজের তালিকা	শিক্ষক সহায়িকার (৫+ বয়সি) সামাজিক ও আবেগিক বিষয়ক কাজের তালিকা
১। আমার পরিবার ২। আবেগ অনুভূতির প্রকাশ ৩। মিলেমিশে থাকা ৪। সুবিধা অসুবিধা ও পছন্দ অপছন্দের প্রকাশ	১. কুশল বিনিময় করি ২. বড়োদের সম্মান ও ছোটোদের ৩. মিলেমিশে থাকি ৪. এসো বন্ধুত্ব করি ৫. আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করি ৬. পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ করি ও সাড়া দেই ৭. নিজের প্রয়োজনের কথা বলি

নিচে সামাজিক ও আবেগিক বিষয়ক শিখনক্ষেত্রের সিমুলেশন পরিচালনার জন্য- নিজের প্রয়োজনের কথা বলি কাজটি শিক্ষক সহায়িকার(৫+) নির্দেশনা দেওয়া হলো :

সুবিধা-অসুবিধা ও পছন্দ-অপছন্দের প্রকাশ

সামাজিক ও আবেগিক

কাজ । ১ নিজের প্রয়োজনের কথা বলি

শিখনফল ২.১.৪ পরিবার ও বন্ধুদের নিকট নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- কয়েকজন শিশুকে জিজ্ঞাসা করবেন- বাড়িতে তাদের কিছু প্রয়োজন হলে কার কাছে চায়? কী চায়? উদাহরণ হিসেবে প্রত্যেক শিশুকে তাদের অভিজ্ঞতা বলতে উৎসাহিত করবেন। এক্ষেত্রে নিজের কথাও বলবেন। তারপর শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন- তারা প্রয়োজনে বন্ধুদের নিকট কোনো কিছু চায় কি না?
- এবার শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন, তাদের কোন সমস্যা হলে (যেমন- শারীরিক সমস্যা, মন খারাপ ইত্যাদি) কার কাছে জানায়, যেমন- বাড়িতে সমস্যা হলে পিতামাতার কাছে, বিদ্যালয়ে সমস্যা হলে শিক্ষক এবং বন্ধুর কাছে ।
- শিশুদেরকে দুইটি দলে ভাগ করবেন। দলগতভাবে নিজেদের প্রয়োজন প্রকাশের ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিশুদের সহযোগিতা করবেন।
  - প্রথম দলকে শিশুদের পরিবারের সদস্য সেজে অভিনয় করতে বলবেন এবং নিজের প্রয়োজন প্রকাশের বিষয়টি তুলে ধরতে বলবেন, যেমন- ক্ষুধা পেলে বড়দের কাছে খাবার চাওয়া, শরীর খারাপ লাগলে তা বলতে পারা ইত্যাদি।
  - দ্বিতীয় দলকে বিদ্যালয়ে অবস্থাকালীন বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করতে বলবেন, যেমন- কারো রং পেন্সিল প্রয়োজন হলে, কারো খেলনা প্রয়োজন হলে, কারো ইরেজার প্রয়োজন হলে বন্ধুর কাছে চাওয়া; আবার কারো শৌচাগারে/ টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হলে, শরীর খারাপ লাগলে শিক্ষকের কাছে বলতে পারা ইত্যাদি।
- কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে বা কোন সমস্যায় পড়লে তা পরিবারের সদস্য/বন্ধু/ শিক্ষকের কাছে বলতে বলবেন।

অধিবেশন: ০৮	মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ক্ষেত্রের কাজসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ক্ষেত্রের কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, সিমুলেশন।

উপকরণ: শিক্ষক সহায়িকা (৪+ ও ৫+), পোস্টার পেপার, মার্কার, সিমুলেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ

অংশ-ক:	শিশুর মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং সিমুলেশন	সময়: ৮৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২.প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।

৩.প্রদত্ত ছক মোতাবেক দলীয় কাজ বুঝিয়ে দিন। দলগত কাজের জন্য ২০ মিনিট সময় দিন।

ছক

দল	বিষয়	দলগত কাজের বিবরণ	
০১	মূল্যবোধ ও নৈতিকতার	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকার মূল্যবোধ বিষয়ক কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৪+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে "মূল্যবোধ" বিষয়ক একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০২	মূল্যবোধ ও নৈতিকতার	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকার নৈতিকতার বিষয়ক কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৪+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে 'নৈতিকতা' বিষয়ক একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০৩	মূল্যবোধ ও নৈতিকতার	কাজ-১: ৫+ শিক্ষক সহায়িকার মূল্যবোধ বিষয়ক কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৫+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে " মূল্যবোধ " বিষয়ক প্রথম ৫টি থেকে যেকোন একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০৪	মূল্যবোধ ও নৈতিকতার	কাজ-১: ৫+ শিক্ষক সহায়িকার নৈতিকতার বিষয়ক কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৫+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে " নৈতিকতার " বিষয়ক শেষ ৫টি

			থেকে যেকোন একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন

৪. প্রয়োজনীয় পোস্টার পেপার, সাইনপেন ও শিক্ষক সহায়িকা সরবরাহ করুন।

৫. প্রতি দলকে কাজ: ১ ও কাজ: ২ উপস্থাপনের জন্য ১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপনের জন্য আহবান করুন। মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অংশে **শিক্ষক** সহায়িকার (৪+ বয়সি) এবং (**৫+**বয়সি) আলোকে পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা সহায়কসহ অন্য দলের নির্ধারিত সদস্য**গণ** উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক অনুযায়ী পর্যবেক্ষন করবেন এবং ফিডব্যাক দিবেন।

৬. অধিবেশন শেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-খ:	**অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপ্তি**	**সময়: ০৫ মিনিট**

অধিবেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া শুনে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	**অধিবেশন: ০৮ মূল্যবোধ ও নৈতিকতা**

অংশ-ক:	**মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কিত কাজ ও সিমুলেশন**

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের জন্য মূল্যবোধ ও নৈতিকতা অন্যান্য শিক্ষাস্তরের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর পূর্ণাঙ্গ জীবন গঠনে সৎ,আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধসম্পনড়ব সুনাগরিক তৈরিতে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। শিশুর জীবনধারায় ভালো কাজের অভ্যাস গঠন ও কাজের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করা সম্ভব।প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের জন্য 'মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' শিখনক্ষেত্রের ৪টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার অধীনে ১৩টি শিখনফল রয়েছে। এই শিখনফলসমূহ হচ্ছে- বয়স উপযোগী কাজ আন্তরিকতার সাথে করতে পারবে, পরিবারের সদস্য, আতড়বীয়-স্বজন, নিকটজন এবং

শিক্ষকের আদেশ/নির্দেশ স্বতঃস্ফুর্তভাবে অনুসরণ করতে পারবে, পরিবারের ও নিকটজনের গ্রহণযোগ্য অনুরোধ আনন্দের সাথে গ্রহণ করতে পারবে, পরিবারের প্রত্যেক সদস্য ও নিকটজনের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবে, পরিবারের সদস্য,বন্ধু ও নিকটজনের প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারবে, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বয়সোপযোগী কাজে বন্ধু/সমবয়সী ও নিকটজনের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ, খেলাধুলায় বন্ধু/সমবয়সীদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ অংশগ্রহণ, ভালো কাজ সম্পর্কে জেনে বিদ্যালয় ও পরিবারে ভালো কাজের অনুশীলন, সহপাঠী ও বন্ধুদের সাথে ভালো কাজে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ, পরিবারের রীতি-নীতি পালন,সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে বলতে পারবে এবং সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে।'মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' শিখনক্ষেত্রের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলসমূহ অন্যান্য শিখনক্ষেত্রের শিখনফলের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

উল্লেখ্য, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিভিন্ন শিখনফল সামগ্রিক শ্রেণি কার্যক্রমের সাথেও সম্পর্কিত। আন্তঃক্ষেত্রীয়ভাবে বিন্যস্ত এই শিখনফলসমূহ মূলত সারা বছর জুড়ে শ্রেণির বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে অর্জিত হবে। পাশাপাশি শিশুর পরিবারের বিভিন্ন কাজ ও দৈনন্দিন আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিখনফলসমূহ অর্জিত হবে।

শিক্ষকের জন্য বিশেষ নির্দেশনা:

শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রমে 'মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' শিখনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত শিখনফলসমূহ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। শিশুরা যেন শ্রেণির বিভিন্ন কাজ, ছোটো ছোটো নির্দেশনা ও খেলার মধ্য দিয়ে এই শিখনফলসমূহ অর্জন করে তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।এক্ষেত্রে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করার লক্ষ্যে অল্প বয়স থেকেই শিশুদের জাতীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করানো প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে দৈনিক সমাবেশে, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া এবং জাতীয় দিবস (যেমনবিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি) উদযাপনে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করানোর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও শিক্ষকছবি/চিত্র/ভিডিও দেখিয়ে এবং চারু-

কারু কাজের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা, ফুল, ফল, পাখি ইত্যাদির সঙ্গে শিশুদের পরিচিতকরাবেন এবং এগুলো তাদের রং করতে উৎসাহিত করবেন।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ বয়স উপযোগী কাজ, নির্দেশনা অনুসরণ ও অনুরোধ রক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে পারা।

৩.২ পরিবারের সদস্য, বন্ধু, নিকটজন ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ
করতে পারা।

৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে ভালো কাজ অনুসরণ করে মন্দ কাজ পরিহার করতে পারা।

৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।

শিক্ষক সহায়িকার (৪+ বয়সি) মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ক কাজের তালিকা	**শিক্ষক সহায়িকার (৫+ বয়সি) মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ক কাজের তালিকা**
১। আগ্রহের সাথে কাজ করি ২। মিলেমিশে থাকি ৩। ভালো কাজ করি ৪।পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানি	১। আনন্দের সাথে কাজ করা ২। মিলেমিশে থাকা ও সহযোগিতা করা ৩। ভালো কাজ করা ৪। রীতিনীতি জানা ও অনুসরণ

নিচে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিখনক্ষেত্রের সিমুলেশন পরিচালনার জন্য- ভালো কাজ করি কাজটি শিক্ষক সহায়িকার(৫+) নির্দেশনা দেওয়া হলো :

ভালো কাজ করা

কাজ । ১ ভালো কাজ করি

শিখনফল	৩.২.৩ শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে। ৩.৩.১ ভালো কাজ সম্পর্কে জেনে বিদ্যালয় ও পরিবারে ভালো কাজের অনুশীলন করতে পারবে।
উপকরণ	প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে 'ইউ' আকৃতিতে বসবেন।
- এবার শিশুরা প্রতিদিন কী কী ভালো কাজ করে তা জিজ্ঞেস করবেন।
- শিশুদের কথা শিক্ষক শুনবেন এবং তাদের করা কাজগুলোর সাথে আর কী কী ভালো কাজ করা যায় তার উদাহরণ দেবেন। যেমন- নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করা, হাতের নখ কাটা, সময়মতো বিদ্যালয়ে আসা, সময়মতো খাবার খাওয়া, খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়া, অসুস্থ বন্ধুকে সহায়তা করা, মা-বাবাকে বাড়ির কাজে সহায়তা করা, বাড়ির মুরুব্বীদের (দাদা, দাদি, নানা, নানি) প্রয়োজনীয় জিনিস এগিয়ে দেয়া, শিক্ষক ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি।
- এবার শিশুদের বলবেন এখন আমরা সবাই মিলে একটি ভালো কাজ করব। শিশুদেরকে শ্রেণিকক্ষের মেঝেতে কোনো ময়লা (যেমন- কোন কাগজের টুকরো বা জিনিস) পড়ে থাকলে তা তুলে নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে বলবেন এবং অন্যান্য জিনিস (যেমন- গল্পের বই, খেলনা ইত্যাদি) গুছিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে উৎসাহিত করবেন।
- এভাবে শিশুদের প্রতিদিন তাদের শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- অনুরূপভাবে শিশুরা যেন বাড়িতেও তার নিজের জিনিসপত্র সবসময় গুছিয়ে রাখে এবং ভালো কাজে অংশগ্রহণ করে সে সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে শিক্ষক নানা রকম ভালো কাজের নতুন নতুন উদাহরণ দিয়ে শিশুদের কখনো জুটিতে ও কখনো দলে ভাগ করে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে তা অনুশীলন করাবেন।

অধিবেশন:০৯	ভাষা ও যোগাযোগ (শোনা ও বলা: ছড়া, গান, গল্প)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা ও যোগাযোগ (শোনা ও বলা: ছড়া, গান, গল্প) সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন।

খ. শিক্ষক সহায়িকার আলোকে ভাষা ও যোগাযোগ (শোনা ও বলা: ছড়া, গান, গল্প) সম্পর্কিত কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, সিমুলেশন।

উপকরণ: শিক্ষক সহায়িকা (৪+ বয়সী শিশুদের জন্য এবং ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য), পোস্টার পেপার, মার্কার, সিমুলেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ।

অংশ-ক:	ভাষা ও যোগাযোগ (শোনা ও বলা: ছড়া, গান, গল্প) সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা ও সিমুলেশন	সময়: ৮৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।

২. প্রদত্ত ছক মোতাবেক দলীয় কাজ বুঝিয়ে দিন। কাজটির জন্য ২০ মিনিট সময় দিন।

ছক

দল	বিষয়	দলগত কাজের বিবরণ	
০১	ধ্বনির চর্চা ও ধ্বনি দিয়ে শব্দ গঠন	কাজ:১- শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর আলোকে ধ্বনির চর্চা ও ধ্বনি দিয়ে শব্দ গঠন এর ধারাবাহিক কার্যাবলি তালিকা তৈরি করবেন	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর আলোকে ধ্বনির চর্চা ও ধ্বনি দিয়ে শব্দ গঠন এর উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি নিবেন
০২	ছড়া	কাজ:১- ভাষা ও যোগাযোগে ছড়ার ভূমিকা, শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর আলোকে ছড়ার সংখ্যা ও তালিকা তৈরি	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর আলোকে যেকোন একটি ছড়ার উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি
০৩	গান	কাজ:১- ভাষা ও যোগাযোগে গানের ভূমিকা, শিক্ষক সহায়িকা	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর আলোকে যেকোন একটি গানের উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি

		৫+ এর আলোকে গানের সংখ্যা ও তালিকা তৈরি	
০৪	গল্প	কাজ:১- ভাষা ও যোগাযোগে গল্পের ভূমিকা, শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর আলোকে গল্পের সংখ্যা ও তালিকা তৈরি	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর আলোকে যেকোন একটি গল্পের উপর সিমুলেশন প্রস্তুতি

৩. প্রয়োজনীয় পোস্টার পেপার, সাইনপেন ও শিক্ষক সহায়িকা সরবরাহ করুন।

৪. প্রতি দলকে কাজ: **১** ও কাজ: ২ উপস্থাপনের জন্য **১৫** মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপনের জন্য আহবান করুন। ভাষা ও যোগাযোগ অংশে **শিক্ষক** সহায়িকার (৪+ বয়সি) এবং (**৫+**বয়সি) আলোকে পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা সহায়কসহ অন্য দলের নির্ধারিত সদস্য**গণ** উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক অনুযায়ী পর্যবেক্ষন করবেন এবং ফিডব্যাক দিবেন।

৫. অধিবেশন শেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-গ:	**অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপ্তি**	**সময়: ০৫ মিনিট**

১. অধিবেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া শুনুন।

২. অধিবেশন সম্পর্কিত কোন তথ্য/ধারণা থাকলে তা তুলে ধরে সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-৯: ভাষা ও যোগাযোগ (শোনা ও বলাঃ ছড়া, গান, গল্প)

ভাব প্রকাশ ও যোগাযোগের অন্যতম বাহন হলো ভাষা। শিশু যখন প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে আসে তখন সে ভাষার বেশ কিছু দক্ষতা অর্জন করে আসে। যেমন- মাতৃভাষায় কোনো কিছু শুনে বুঝতে পারা ও কথা বলার মাধ্যমে তার আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে পারা। তার এই শোনা ও বলার দক্ষতাকে আরও বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা শিক্ষকের যেমন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ তেমনি বর্ণমালার আনুষ্ঠানিক ধারণা প্রদানের মাধ্যমে শিশুকে পড়তে ও লিখতে শেখার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাও তাঁর দায়িত্ব। এর মানে এই নয় যে, শিশু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতেই সাবলীলভাবে পড়তে ও লিখতে শিখে যাবে বরং এই শ্রেণিতে শিক্ষকের কাজ হবে আনন্দের সাথে ছড়া ও গান করা, মজা করে গল্প বলা, অর্থপূর্ণভাবে প্রাক-পঠনের বিভিন্ন কাজ করা এবং প্রাক-লিখনের নানা কাজে শিশুকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা। যাতে শিশুর ভাষা ও যোগাযোগমূলক দক্ষতা বিকাশের প্রাথমিক সূচনার ভিত্তি মজবুত হয়। কেননা শিশু ভাষার এই দক্ষতাগুলো যত ভালোভাবে অর্জন করবে অন্যান্য শিখনক্ষেত্রের বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনও তার জন্য সহজ হবে।

শিশুদের ভাষার বিকাশে গান, গল্প ও ছড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছন্দের তালে তালে শিশুরা ছড়া ও গান শুনতে ও বলতে পছন্দ করে এবং এই বয়সি শিশুরা গল্প শুনতে ও বলতে ভালোবাসে। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শ্রেণিতে ২২টি ছড়া, ১৫টি গান (শিক্ষক সহায়িকাতে ১৪টি গান ও আমার বইয়ের ১টি ছড়া গান) এবং ২২টি গল্প নির্ধারণ করা হয়েছে। শিশুদের নিয়ে গান, গল্প ও ছড়া বলার কাজ এবং প্রাক-পঠন ও লিখনের বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করার সময় শিক্ষক খুব সতর্কতার সাথে শিশুকে সহায়তা করবেন। এ সময় শিশুর সাথে শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে কথা বলা এবং শিশুকে কথা বলার জন্য সময় দেওয়া প্রয়োজন। শিশুর কথা মন দিয়ে শোনা ও শিশুকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা এবং প্রশ্ন করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া অনেক জরুরি।

ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শোনা-বলা, প্রাক-পঠন ও প্রাক-লিখন এই তিনটি ভাগে বিভিন্ন কাজ ও খেলা রয়েছে। এই কাজ ও খেলার জন্য প্রতিদিন ক্লাস রুটিনে(৫+) মোট ৩৫ মিনিট (ছড়া, গান ও গল্পের জন্য ১৫ মিনিট এবং শোনা-বলা, প্রাক-পঠন ও প্রাক-লিখনের জন্য ২০ মিনিট) সময় বরাদ্দ রয়েছে। নিচে ভাষা ও যোগাযোগ শিখনক্ষেত্রের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং প্রতিটি কাজের শিখনফলসহ পদ্ধতিসমূহ বর্ণিত হলো।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিনড়ব কাজ করতে পারা।

৩.২ পরিবারের সদস্য, বন্ধু, নিকটজন ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।

৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে ভালো কাজ অনুসরণ করে মন্দ কাজ পরিহার করতে পারা।

৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।

৪.১ চিহ্ন, সংকেত, ছোটো ও সহজ বাক্য, অঙ্গভঙ্গি, ছবি ও চিত্রের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।
৪.২ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় (রং, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদ) ব্যবহার করে তথ্য প্রদান করতে পারা।
৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সাথে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা।

শোনা ও বলাঃ

শোনা ও বলার দক্ষতা হলো ভাষার বিকাশের একটি অন্যতম উপায়। শিশুরা তার পরিবার ও চারপাশের পরিবেশ থেকে নানাভাবে কথা শুনে শুনে বলতে শুরু করে এবং ধাপে ধাপে এই শোনা ও বলার মধ্যদিয়ে শিশু ভাব প্রকাশ ও যোগাযোগ করতে শিখে। যা পরবর্তীতে তার ভাষার বিকাশকে ত্বরান্বিতকরে। প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের শোনা ও বলার দক্ষতা বিকাশের জন্য গান, গল্প ও ছড়ার পাশাপাশি কথোপকথন, অভিজ্ঞতার গল্প, নাম থেকে ধ্বনি, ধ্বনির চর্চা ও ধ্বনি দিয়ে শব্দ গঠন,শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি এবং ধারাবাহিক গল্প বলা নামে কিছু কাজ রাখা হয়েছে। নিচে এই কাজগুলো শিখনফলসহ শিক্ষক কীভাবে করাবেন তার পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষক শিশুদের নিয়ে মজা করে খেলার মাধ্যমে এই কাজগুলো করাবেন। শিশুদের সঙ্গে বেশি বেশি কথা বলবেন এবংতাদেরকেও কথা বলতে এবং প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।

অংশ-খ	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা ও যোগাযোগ (শোনা ও বলাঃ ছড়া, গান, গল্প) সম্পর্কিত কাজ

৪+ বয়সি শিশুদের জন্য নির্বাচিত ছড়া	৫+ এর নির্বাচিত ছড়া
১. তাই তাই তাই ২. বাকবাকুম পায়রা ৩. মায়ের হাসি ৪. চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে ৫. খোকন খোকন ডাক পাড়ি ৬. লক্ষ তারা ভাই বোনেরা ৭. Jump Jump ৮. নখ কাটি চুল ছাঁটি ৯. ঝুপুর ঝুপুর ঝুপুর ১০. আগডুম বাগডুম ১১. বাবুই টিয়া ময়না ১২. আয়রে আয় টিয়ে	১. হাট্টিমা টিম টিম ২. আম পাতা জোড়া জোড়া ৩. টিয়া টিয়া সবুজ টিয়া ৪. নোটন নোটন পায়রা ৫. ইঁদুর ছানার ছড়া ৬. ঐ দেখা যায় তাল গাছ ৭. মৌমাছি মৌমাছি ৮. আয় আয় চাঁদ মামা ৯. সাঁতার না শিখলে ১০. আয়রে আয় টিয়ে ১১. গোল কোরো না ১২. ওয়ান গেল মাছ ধরতে

১৩. Twinkle twinkle, little star ১৪. সিংহ মামা সিংহ মামা ১৫. জাম জামরুল কদবেল ১৬. নখের ভেতর রোগের বাসা ১৭. ঐ দেখা যায় তাল গাছ ১৮. চিরুনি আর আয়না ১৯. রোদের আলো চাঁদের আলো ২০. লালশাক কচুশাক ২১. ময়লা করতে পরিষ্কার ২২. খোকা যাবে মাছ ধরতে ২৩. আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ২৪. শাপলা মেয়ে	১৩. সকালে উঠিয়া আমি ১৪. Twinkle twinkle, little star ১৫. মজার দেশ ১৬. ABCDEFG ১৭. চোখ দিয়ে দেখি আমি ১৮. লালশাক কচুশাক ১৯. নখ কাটি চুল ছাঁটি ২০. গাছে গাছে ফুল ফোটে ২১. রেলগাড়ি রেলগাড়ি ২২. খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালে

৪+ এর গানের তালিকা	**৫+ এর গানের তালিকা**
১. আয় আয় চাঁদ মামা ২. ঝড় এলো এলো ঝড় ৩. হাট্টিমা টিম্ টিম্ ৪. তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা ৫. প্রজাপতি প্রজাপতি ৬. ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি ৭. আঁকতে পারি প্রজাপতি ৮. চোখ দিয়ে দেখি আমি	১. বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে ২. দোল দোল দোলনি ৩. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ৪. এমন মজা হয় না ৫. আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী ৬. আমরা সবাই রাজা ৭. গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত ৮. Head shoulders knees and toes ৯. আমরা করব জয় ১০. একদিন ছুটি হবে ১১. লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া ১২. মেঘের কোলে রোদ হেসেছে ১৩. প্রিয় ফুল শাপলা ফুল ১৪. প্রজাপতি প্রজাপতি

৪+ বয়সি শিশুদের জন্য গল্পের তালিকা		
শিক্ষক সহায়িকার গল্প	গল্পের বই	ছবির গল্প
১. বলো তো আমি কে?	১. আমরা আপনজন	১. স্কুলের প্রথম দিন

২. তুলির জন্মদিন ৩. মাকে খুঁজি ৪. দিয়ার ভাবনা ৫. নিতুর নীল গাড়ি	২. আমাদের বাড়ি ৩. গুছিয়ে রাখি ৪. লাল পোকার গল্প ৫. সাব্বাস সাবধানী	২. ঐশীর ফুল ৩. পুটু ও গুটু ৪. ছোট্ট পাখি ৫. ঝড়ের পরে

৫+ বয়সি শিশুদের জন্য গল্পের তালিকা	
শিক্ষক সহায়িকার গল্প	**গল্পের বই**
১. শেয়াল ও কাক	১. কোথায় আমার মা
২. পানি	২. ফুল ফোটার আনন্দ
৩. দাদুর জন্য ভালোবাসা	৩. বর্গ রাজা ও ত্রিভুজ রানি
৪. খেলতে যাই অনেক দূরে	৪. যাচ্ছ কোথায়?
৫. আরিয়ার মান অভিমান	৫. জবার লাল জামা
৬. ঝুলে আছে মাশৈ	৬. ঘুড়িটা আমার
৭. ছুঁয়ে দেখি	৭. খেলার ঘর
৮. অহঙ্কারী গোলাপ	৮. সাদা প্রজাপতি
৯. পাতা ও মাটির ঢেলা	৯. দিচ্ছি পাড়ি মামার বাড়ি
১০. ছোট্ট ছেলে বেলাল	১০. আমি বড়ো
১১. ছোটো লাল মুরগিটি	
১২. তিনটি ক্ষুধার্ত ছাগল	

নিচে ভাষা ও যোগাযোগ শিখনক্ষেত্রের সিমুলেশন পরিচালনার জন্য- ধারাবাহিক গল্প বলা কাজটি শিক্ষক সহায়িকার(৫+) নির্দেশনা দেওয়া হলো :

কাজ । ৯ ধারাবাহিক গল্প বলা

শিখনফল

৪.১.৭ চিত্র/ছবি ও দৃশ্য দেখে সহজ বাক্যে বর্ণনা করতে পারবে।
৪.১.৮ সহজ বাক্য শুনে বলতে ও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।
৬.১.৫ অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ছড়া ও গল্প উপস্থাপন করতে পারবে।
৬.১.৬ ধারাবাহিকভাবে গল্প তৈরি করে বলতে পারবে।

উপকরণ

প্রয়োজন নেই।

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। সবাইকে বলবেন আমরা সবাই মিলে আজ একটা গল্প তৈরি করব। প্রথমে আমি গল্প বলা শুরু করব। তারপর গল্পের যেখানে আমি থেমে যাব সেখান থেকে আমার পরের জন শুরু করবে। এভাবে একে একে সবাই মিলে মজা করে গল্পটি বলব।
- এবার শিক্ষক মজা করে একটি গল্প বলা শুরু করবেন। এক্ষেত্রে গল্পটি শিক্ষক নিজেই তৈরি করে বলতে পারেন বা শিশুদের জানা কোনো গল্প বলতে পারেন। (যেমন- একটি ডোবার পাশে থাকত একটি ব্যাঙ। তার ছিল একটি ছানা। ছানার নাম গুটি। মা আর ছানা দুজনে মিলে সারাদিন ডাকে- ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। এসময় শিশুদের সাথে নিয়ে বলবেন ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ......। হঠাৎ একদিন গুটি হারিয়ে গেলো.........।)
- এবার শিশুদের একে একে গল্পটি বলে যেতে উৎসাহ দিবেন এবং কারও বলতে অসুবিধা হলে সহায়তা করবেন। গল্পটি কোথাও থেমে গেলে শিক্ষক প্রয়োজনে গল্পটিতে নতুন উপাদান বা চরিত্র বা আকর্ষণ যোগ করবেন।
- এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, শিশুরা হয়তো গল্পটি ধারাবাহিকভাবে না বলে তার ইচ্ছেমতো বানিয়ে বানিয়ে অন্য বিষয়েও বলতে পারে। তখন শিক্ষক নিজেই গল্পের ধারাবাহিকতা তৈরিতে অংশগ্রহণ করবেন।
- এভাবে শিশুরা যতক্ষণ আনন্দ পায় ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষক কাজটি করবেন।
- পরবর্তীতে শিশুদের জানা বিভিন্ন গল্প, শ্রেণিতে ব্যবহৃত চিত্র/ছবি, ছবির বই ব্যবহার করে ধারাবাহিকভাবে গল্প বলার কাজটি করাবেন।

অধিবেশন-১০	ভাষা ও যোগাযোগ (প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন ও ইচ্ছেমত আঁকি-বুঁকি)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা ও যোগাযোগ (প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন, ইচ্ছেমত আঁকি-বুঁকি) সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা ও যোগাযোগ (প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন, ইচ্ছেমত আঁকি-বুঁকি) সম্পর্কিত কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, সিমুলেশন।

উপকরণ: শিক্ষক সহায়িকা (৪+ ও ৫+), পোস্টার পেপার, মার্কার, প্রদর্শনী পাঠের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ ।

অংশ-ক:	ভাষা ও যোগাযোগ (প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন, ইচ্ছেমত আঁকি-বুঁকি) সম্পর্কিত কাজ ও সিমুলেশন	সময়: ৮৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৩টি দলে ভাগ করুন।

৩. প্রদত্ত ছক মোতাবেক দলীয় কাজ বুঝিয়ে দিন। দলগত কাজের জন্য ২০ মিনিট সময় দিন।

ছক

দল	বিষয়	দলগত কাজের বিবরণ	
০১	প্রাক-পঠন	কাজ:১- ভাষা ও যোগাযোগে প্রাক-পঠনের ভূমিকা এবং শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর প্রাক-পঠন অংশে কী কী কাজ রয়েছে তার তালিকা প্রস্তুত	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৪+ এর আলোকে **“প্রাক-পঠন”** কাজের উপর সিমুলেশনের প্রস্তুতি
০২	প্রাক-লিখন	কাজ:১- ভাষা ও যোগাযোগে প্রাক-লিখনের ভূমিকা এবং শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর প্রাক-লিখন অংশে কী কী কাজ রয়েছে তার তালিকা প্রস্তুত	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর আলোকে **“প্রাক-লিখন”** কাজের উপর সিমুলেশনের প্রস্তুতি
০৩	ইচ্ছেমত আঁকি-বুঁকি	কাজ:১- ভাষা ও যোগাযোগে ইচ্ছেমত আঁকি-বুঁকির ভূমিকা এবং শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর ইচ্ছেমত আঁকি-বুঁকি অংশে কী কী কাজ রয়েছে তার তালিকা প্রস্তুত	কাজ:২-শিক্ষক সহায়িকা ৫+ এর আলোকে **“ইচ্ছেমত আঁকিবুঁকি”** কাজের উপর সিমুলেশনের প্রস্তুতি

৪. প্রয়োজনীয় পোস্টার পেপার, সাইনপেন ও শিক্ষক সহায়িকা সরবরাহ করুন।

৫. প্রতি দলকে কাজ: **১** ও কাজ: ২ উপস্থাপনের জন্য **১৫** মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপনের জন্য আহবান করুন। ভাষা ও যোগাযোগ অংশে **শিক্ষক** সহায়িকার (৪+ বয়সি) এবং (**৫+**বয়সি) আলোকে পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা সহায়কসহ অন্য দলের নির্ধারিত সদস্য**গণ** উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক অনুযায়ী পর্যবেক্ষন করবেন এবং ফিডব্যাক দিবেন।

৬. অধিবেশন শেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-খ:	**অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপ্তি**	**সময়: ০৫ মিনিট**

অধিবেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া শুনে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	**অধিবেশন-১০: ভাষা ও যোগাযোগ (প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন ও ইচ্ছেমত আঁকি-বুঁকি)**

অংশ-ক	**ভাষা ও যোগাযোগ (প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন, ইচ্ছেমত আঁকি-বুঁকি) সম্পর্কিত কাজ**

প্রাক-পঠন	**প্রাক-লিখন**
৪+ বয়সি শিশুদের জন্য ১. ছবি পড়ি ২. সংকেত চেনার খেলা **৫+ বয়সি শিশুদের জন্য** ১. ছবির গল্প পড়া ২. মিল-অমিল খুঁজে বের করা ৩. বর্ণমালা পরিচিতি ও পঠন ৪. প্রতীক বা সংকেত চিনে নেই ৫. কোনটি কেমন বলতে পারি গন্ধ চিনি স্বাদ বুঝি	**৪+ বয়সি শিশুদের জন্য** ১. ইচ্ছেমতো আঁকি ২. দাগ মিলিয়ে আঁকি **৫+ বয়সি শিশুদের জন্য** ১. ইচ্ছেমতো আঁকা ২. দাগ টানি ও যেমন আছে তেমন আঁকি ৩. ডট মিলিয়ে লিখি ৪. বর্ণ লিখি ৫. দেখে দেখে নাম লিখি

নিচে ভাষা ও যোগাযোগ শিখনক্ষেত্রের সিমুলেশন পরিচালনার জন্য-ছবির গল্প পড়া কাজটি শিক্ষক সহায়িকার(৫+) নির্দেশনা দেওয়া হলো :

কাজ । ১ ছবির গল্প পড়া

ছবির গল্প পড়ার কাজের মূল লক্ষ্য হলো শিশুদেরকে একটি ছবি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা ও ছবির ভেতরের বিভিন্ন উপাদান/অংশ শনাক্ত করার দক্ষতা অর্জন করানো। এজন্য আমার বইয়ের ১৫ থেকে ২৭ পৃষ্ঠায় কিছু ছবি দেওয়া আছে। প্রথমে একক ছবি তারপর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ছবি রয়েছে। একক ছবি পড়ার পর শিশুরা একাধিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ছবি পড়ার কাজ করবে। এছাড়াও শ্রেণির অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত ফ্লাশ কার্ড ও ছবি ব্যবহার করে শিক্ষক ছবির গল্প পড়ার কাজটি করাবেন।

শিখনফল

৪.১.৭ চিত্র/ছবি ও দৃশ্য দেখে সহজ বাক্যে বর্ণনা করতে পারবে।
৬.১.৫ অভিনয় ও A½fi½i মাধ্যমে ছড়া ও গল্প উপস্থাপন করতে পারবে।
৬.১.৬ ধারাবাহিকভাবে গল্প তৈরি করে বলতে পারবে।

উপকরণ

আমার বই, ফ্লাশ কার্ড ও অন্যান্য ছবি

পদ্ধতি

- শিক্ষক প্রথমে শিশুদের ৪টি ছোটো দলে বসতে বলবেন।
- এবার দলে ফ্লাশ কার্ড/ছবি দেবেন। কার্ডের ছবিগুলো ভালোভাবে দেখতে বলবেন। ছবিতে কী কী আছে তা নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলবেন। এভাবে শিশুদের ছবি পড়ার বা বোঝার দক্ষতা তৈরি হবে।
- এরপর প্রত্যেক দলের আগ্রহী শিশুদের ছবি সম্পর্কে বলতে বলবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এক্ষেত্রে শিশুরা তাদের ইচ্ছেমতো যেকোনো কথা বা গল্প বললে তা প্রশংসা করবেন।
- পরবর্তীতে আমার বইয়ের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা (পৃষ্ঠা ১৬-২০) খুলতে বলবেন। ছবিটি/ছবিগুলো ভালোভাবে দেখতে বলবেন ও ছবিতে কী কী আছে তা নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলবেন।
- শিক্ষক পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক দলের শিশুদের কাছ থেকে গল্প বা বর্ণনা শুনবেন।
- পরবর্তীতে ছবির গল্পের ক্ষেত্রে আমার বইয়ের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় (পৃষ্ঠা ২১-২৩ হাঁস ও মুরগি এবং ২৪-২৭ ইঁদুর ছানার দোল) ছবি দেখে শিশুরা ঘটনার পরম্পরা বোঝার চেষ্টা করবে এবং তা থেকে একটি গল্প তৈরি করবে।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের সামনে ডেকে তাদের কাছ থেকে গল্পটি শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। অনেক সময় শিশুরা গল্পটি মূল গল্প থেকে ভিন্নভাবেও বলতে পারে। শিক্ষক এই ভিন্নতাকে বাধাগ্রস্ত না করে বরং উৎসাহিত করবেন।
- এভাবে প্রাক-প্রাথমিক ক্লাসে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কখনও বোর্ডে ছবি এঁকে কখনও ফ্লাশ কার্ড বা ছবির কার্ড ব্যবহার করে শিশুদের নিয়ে মজা করে ছবির গল্প পড়ার কাজটি করাবেন। আবার শিশুদের বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সাথে বিভিন্ন ছবি দেখে গল্প বলতে উৎসাহিত করবেন।

অধিবেশন: ১১	গণিত ও যুক্তি

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. গণিত ও যুক্তি সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;
খ. গণিত ও যুক্তি সম্পর্কিত কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, সিমুলেশন।

উপকরণ: শিক্ষক সহায়িকা (৪+ ও ৫+), পোস্টার পেপার, মার্কার, সিমুলেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ।

অংশ-ক:	গণিত ও যুক্তি সম্পর্কিত কাজ ব্যাখ্যা ও সিমুলেশন	সময়: ৮৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।
৩. প্রদত্ত ছক মোতাবেক দলীয় কাজ বুঝিয়ে দিন। দলগত কাজের জন্য ২০ মিনিট সময় দিন।

দল	বিষয়	দলগত কাজের বিবরণ	
০১	গণিত ও যুক্তি	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকায় গণিত ও যুক্তি অংশের কাজের তালিকা তৈরি ও উপস্থাপন	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৪+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"আকার আকৃতি"** বিষয়ক কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০২	গণিত ও যুক্তি	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকায় গণিত ও যুক্তি অংশের কাজের তালিকা তৈরি ও উপস্থাপন	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৪+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"গণনা"** বিষয়ক কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০৩	গণিতের কাজ	কাজ-১: ৫+ শিক্ষক সহায়িকায় গণিতের কাজ অংশের কাজের তালিকা তৈরি ও উপস্থাপন	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৫+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"যোগ"** বিষয়ক কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০৪	গণিতের কাজ	কাজ-১: ৫+ শিক্ষক সহায়িকায় গণিতের কাজ অংশের কাজের তালিকা তৈরি ও উপস্থাপন	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৫+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"বিয়োগ"** বিষয়ক কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন

৪. প্রয়োজনীয় পোস্টার পেপার, সাইনপেন ও শিক্ষক সহায়িকা সরবরাহ করুন।

৫. প্রতি দলকে কাজ: **১** ও কাজ: ২ উপস্থাপনের জন্য **১৫** মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপনের জন্য আহবান করুন। গণিত ও যুক্তি অংশে **শিক্ষক** সহায়িকার (৪+ বয়সি) এবং (**৫+**বয়সি) আলোকে পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা সহায়কসহ অন্য দলের নির্ধারিত সদস্য**গণ** উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক অনুযায়ী পর্যবেক্ষন করবেন এবং ফিডব্যাক দিবেন।

৬. অধিবেশন শেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-খ:	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপ্তি	সময়: ০৫ মিনিট

অধিবেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া শুনে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-১১: গণিত ও যুক্তি

অংশ-ক:	গণিত ও যুক্তি সম্পর্কিত কাজ ব্যাখ্যা ও সিমুলেশন

গণিত ও যুক্তি অংশের কাজের তালিকা:

শিক্ষক সহায়িকায় (৪+বয়সি) গণিত ও যুক্তি অংশের কাজ	**শিক্ষক সহায়িকায় (৫+বয়সি) গণিত ও যুক্তি অংশের কাজ**
তুলনা	তুলনা
অবস্থান	অবস্থান
গণনা	গণনা
আকার- আকৃতি	আকার- আকৃতি
পরিমাপ	পরিমাপ
প্যাটান	প্যাটার্ন

নিচে গণিত ও যুক্তি শিখনক্ষেত্রের সিমুলেশন পরিচালনার জন্য-বিভিন্ন রকম আকৃতি কাজটি শিক্ষক সহায়িকার(৫+) নির্দেশনা দেওয়া হলো :

কাজ । ২ বিভিন্ন রকম আকৃতি

শিখনফল — ৫.১.১৩ পরিবেশের গোলাকার (বৃত্তাকার), চারকোনা (চতুর্ভুজাকার), তিনকোনা (ত্রিভুজাকার) বস্তু শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ — গোলাকার প্লেট ও ত্রিভুজ আকৃতির বস্তু, বই ও আমার বই

পদ্ধতি

- প্রথমে শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন।
- এরপর শিশুদের তিনটি দলে ভাগ করবেন। একটি দলকে প্লেট বা গোলাকৃতির সমতল বস্তু, একটি দলকে বই ও একটি দলকে ত্রিভুজ আকৃতির বস্তু দিবেন।
- প্রতিটি দলে দেওয়া বস্তুটির আকৃতি দেখতে এবং আকৃতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলবেন। তারপর দলীয়ভাবে বস্তুটির আকৃতি খাতায় আঁকতে এবং সবাইকে দেখাতে বলবেন। শিশুরা মৌখিকভাবে বস্তুটির আকৃতি কারণসহ বলবে।
- এবার দলীয়ভাবে শিশুরা নিজেদের হাত ধরাধরি করে তিনটি আকৃতি প্রদর্শন করবে। এ কার্যক্রমে শিশুদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- পরবর্তী সময়ে খেলা নম্বর ২০ আকৃতি বানাই অনুশীলন করাবেন।
- এবার শিশুদের নতুন করে তিনটি দলে ভাগ করবেন। একদলকে শ্রেণির গোলাকার জিনিস, একদলকে তিনকোনার জিনিস ও আরেকদলকে চারকোনাকার জিনিস পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। দলে আলোচনা করে শ্রেণিতে কোনগুলো গোলাকার কোনগুলো তিনকোনার ও কোনগুলো চারকোনাকার বস্তু আছে তা বলতে বলবেন। যদি কোনো আকৃতির বস্তু না থাকে তাহলে কাগজ কেটে বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করে এ কাজটি করবেন। এভাবে গোলাকার, ত্রিকোনাকার ও চারকোনাকার আকৃতি সম্পর্কে শিশুর ধারণা সুদৃঢ় করবেন।
- এছাড়া বোর্ডে বিভিন্ন আকৃতি এঁকে শিশুদের পরিচিত করাবেন।
- পরবর্তী সময়ে আমার বই এর ১০৭- ১০৮ পৃষ্ঠা অনুশীলন করবেন। হাততালি দিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

অধিবেশন: ১২	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

গ. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার কাজসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;

ঘ. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, সিমুলেশন।

উপকরণ: রঙিন কাগজ, মার্কার, বিভিন্ন রঙের ফিতা, আঠা, কাঁচি, স্ট্যাপলার মেশিন, মাটি, পানি, স্ট্র, কাপড়, সুঁই, সুতা, কাঠি, বোতাম, পোস্টার, শিক্ষক সহায়িকা (৪+ ও ৫+), প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২, সিমুলেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ।

অংশ-ক:	শিশুর সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং সিমুলেশন	সময়: ৮৫ মিনিট

১. কাজের শিরোনামটি বোর্ডে লিখে সবাইকে স্বাগত জানান।

২. সৃজনশীল কাজের জন্য ৩টি দলে ভাগ করুন।

৩. উপকরণ যেমন- রঙিন কাগজ, মার্কার, বিভিন্ন রঙের ফিতা, আঠা, কাঁচি, স্ট্যাপলার মেশিন, মাটি, পানি, স্ট্র, কাপড়, সুঁই, সুতা, কাঠি, বোতাম ইত্যাদি তাদের সামনে রাখুন।

৪. বলুন, প্রত্যেক দলকে একটি মডেল তৈরী করার জন্য যে দলের যা প্রয়োজন তা এখান থেকে নিয়ে নিবেন। ২০ মিনিটের মধ্যে প্রত্যেক দলকে তাদের মডেল তৈরির কাজ শেষ করতে বলুন।

৫. প্রত্যেক দলকে তাদের তৈরি মডেল উপস্থাপন করতে বলুন।

৬. দলগত কাজ শেষ হলে প্রশিক্ষণার্থীগণকে জিজ্ঞেস করুন, কোন্ ভাবনা থেকে তারা তাদের মডেলটি তৈরি করেছেন? কয়েকজনের অভিজ্ঞতা শুনুন।

৭. নিচের তথ্যের আলোকে শিশুর সৃজনশীলতার ধারণা তুলে ধরুন।

সৃজনশীলতা হলো শিশুর নিজস্ব ভঙ্গিতে সৃষ্টিশীল যে কোনো কাজ। যেমন- শিশুদের নিজস্ব ভঙ্গিতে ছড়া, গান, গল্পবলা এবং ছবি আঁকা, কোনো কিছু বানানো বা তৈরি করা।

নান্দনিকতা হলো- যে কোন কাজের মধ্যে শৈল্পিক সৌন্দর্যবোধ ফুটিয়ে তোলা যেমন-জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, নিজেকে পরিপাটি করে রাখা, কোনো কিছু শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করা।

৮. শিক্ষক সহায়িকার সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার কাজসমূহ চিহ্নিত করতে এবং পদ্ধতিগত পাঠদান অনুশীলনের জন্য ৪টি দল গঠন করুন।

৯. প্রদত্ত ছক মোতাবেক দলীয় কাজ বুঝিয়ে দিন। দলগত কাজের জন্য ২০ মিনিট সময় দিন।

দল	বিষয়	দলগত কাজের বিবরণ (৪+ ও ৫+ সহায়িকার সমন্বয়ে)	
০১	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকার সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৪+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"চারুকলা"** বিষয়ক একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০২	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকার সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৪+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"সৌন্দর্যবোধ"** বিষয়ক একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০৩	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	কাজ-১: ৫+ শিক্ষক সহায়িকার সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৫+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"কারুকলা"** বিষয়ক একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০৪	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	কাজ-১: ৫+ শিক্ষক সহায়িকার সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৫+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"চারুকলা"** বিষয়ক একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন

১০. প্রয়োজনীয় পোস্টার পেপার, সাইনপেন ও শিক্ষক সহায়িকা সরবরাহ করুন।

১১. প্রতি দলকে কাজ: ১ ও কাজ: ২ উপস্থাপনের জন্য ১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপনের জন্য আহবান করুন। সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা অংশে **শিক্ষক** সহায়িকার (৪+ বয়সি) এবং (**৫+**বয়সি) আলোকে পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা সহায়কসহ অন্য দলের নির্ধারিত সদস্য**গণ** উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক অনুযায়ী পর্যবেক্ষন করবেন এবং ফিডব্যাক দিবেন।

১২. অধিবেশন শেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শেষ করুন

অংশ-খঃ	**অধিবেশন সমাপ্তি**	**সময়: ০৫ মিনিট**

১. অধিবেশনের শিখনফলের সাথে কাজগুলো মিলিয়ে দেখুন।

২. অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানুন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-১২: সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা

অংশ-ক:	শিশুর সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং সিমুলেশন

সৃজনশীলতা হলো শিশুর নিজস্ব ভঙ্গিতে সৃষ্টিশীল যে কোনো কাজ। যেমন- শিশুদের নিজস্ব ভঙ্গিতে ছড়া, গান, গল্পবলা এবং ছবি আঁকা, কোনো কিছু বানানো বা তৈরি করা। নান্দনিকতা হলো- যে কোন কাজের মধ্যে শৈল্পিক সৌন্দর্যবোধ ফুটিয়ে তোলা যেমন-জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, নিজেকে পরিপাটি করে রাখা, কোনো কিছু শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করা।**৪+ ও ৫+ শিশুর সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার ক্ষেত্র নিম্নরূপ:**

১. ছড়া, গান ও গল্প
২. চারুকলা
৩. কারুকলা
৪. সৌন্দর্যবোধ

নিচে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা শিখনক্ষেত্রের সিমুলেশন পরিচালনার জন্য-ফেলে দেওয়া /পুরাতন ব্যবহৃত জিনিস দিয়ে খেলনা বানাই কাজটি শিক্ষক সহায়িকার(৫+) নির্দেশনা দেওয়া হলো :

কাজ । ৪ ফেলে দেওয়া/পুরাতন ব্যবহৃত জিনিস দিয়ে খেলনা বানাই

শিখনফল ৬.১.৪ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ প্লাস্টিকের বোতল, বোতলের ছিপি, নিরাপদ কৌটা, টিস্যু রোল, কাগজের মোড়ক, ঔষধের মোড়ক, আঠা ইত্যাদি

পদ্ধতি

ফেলে দেওয়া/অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন- বোতল, কৌটা, বোতলের ছিপি, টিস্যু রোল, কাগজের বক্স, ঔষধের বক্স ইত্যাদি সংগ্রহ করবেন।

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- শিশুদের বিভিন্ন জিনিস বানিয়ে দেখাবেন (যেমন- বোতল দিয়ে ঝুনঝুনি, গাড়ি ইত্যাদি) এবং বানানোর প্রতিটি ধাপ শিশুদের লক্ষ করতে বলবেন।
- একইভাবে ফেলে দেওয়া উপকরণ দিয়ে শিশুদের ইচ্ছেমতো বিভিন্ন জিনিস বানাতে বলবেন। ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজগুলো লক্ষ করবেন এবং শিশুদের পর্যাপ্ত সহযোগিতা করবেন।
- এবার শিশুদের কাজগুলো শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- কাজ শেষে শিশুদের উপকরণ গুছিয়ে রাখতে বলবেন।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে ফেলে দেওয়া জিনিস/অপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বিভিন্ন জিনিস (যেমন- ঝুনঝুনি, ডুগডুগি, গাড়ি ইত্যাদি) তৈরি করাবেন।
- শিশুদেরকে বড়দের সহায়তায় বাড়িতে বিভিন্ন জিনিস বানাতে উৎসাহিত করবেন।
- পরিশেষে শিশুদের 'খেলার ঘর' গল্পটি পড়ে শোনাবেন।

অধিবেশন: ১৩	পরিবেশ ও জলবায়ু

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;
খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কিত কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, সিমুলেশন।

উপকরণ: শিক্ষক সহায়িকা (৪+ ও ৫+), পোস্টার পেপার, মার্কার, সিমুলেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ।

অংশ-ক:	পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কিত কাজ ও সিমুলেশন	সময়: ৮৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।
৩. প্রদত্ত ছক মোতাবেক দলীয় কাজ বুঝিয়ে দিন। দলগত কাজের জন্য ২০ মিনিট সময় দিন।

ছক

দল	বিষয়	দলগত কাজের বিবরণ	
০১	পরিবেশ ও জলবায়ু	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকার পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৪+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"পরিবেশ"** বিষয়ক একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০২	পরিবেশ ও জলবায়ু	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকার পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৪+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"জলবায়ু"** বিষয়ক একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০৩	পরিবেশ ও জলবায়ু	কাজ-১: ৫+ শিক্ষক সহায়িকার পরিবেশ বিষয়ক কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৫+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"পরিবেশ"** বিষয়ক প্রথম ৫টি থেকে যেকোন একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০৪	পরিবেশ ও জলবায়ু	কাজ-১: ৫+ শিক্ষক সহায়িকার জলবায়ু বিষয়ক কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৫+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"জলবায়ু"** বিষয়ক শেষ ৫টি থেকে যেকোন একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন

৪. প্রয়োজনীয় পোস্টার পেপার, সাইনপেন ও শিক্ষক সহায়িকা সরবরাহ করুন।

৫. প্রতি দলকে কাজ: **১** ও কাজ: ২ উপস্থাপনের জন্য **১৫** মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপনের জন্য আহবান করুন। পরিবেশ ও জলবায়ু অংশে **শিক্ষক** সহায়িকার (৪+ বয়সি) এবং (**৫+**বয়সি) আলোকে পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা সহায়কসহ অন্য দলের নির্ধারিত সদস্য**গণ** উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক অনুযায়ী পর্যবেক্ষন করবেন এবং ফিডব্যাক দিবেন।

৬. অধিবেশন শেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-খ:	**অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপ্তি**	**সময়: ০৫ মিনিট**

অধিবেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া শুনে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-১৩: পরিবেশ ও জলবায়ু

অংশ-ক:	পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কিত কাজ ও সিমুলেশন

পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক কাজের তালিকা:

১. নিকট পরিবেশের উপাদান সম্পর্কে জানা
২. আবহাওয়া ও ঋতুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা
৩. বাড়ি, বিদ্যালয় ও পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়া

নিচে পরিবেশ ও জলবায়ু শিখনক্ষেত্রের সিমুলেশন পরিচালনার জন্য- আমাদের চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান জানি কাজটি শিক্ষক সহায়িকার(৫+) নির্দেশনা দেওয়া হলো :

কাজ । ২ আমাদের চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান জানি

শিখনফল ৭.১.২ চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ আমার বই

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- তাদের বলবেন আজ আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের আশেপাশে কী কী জিনিস আছে তা দেখব।
- এই কাজের জন্য প্রথমে শিশুদের সবাইকে শ্রেণিকক্ষের ভিতরের জিনিসপত্র পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন, তারপর শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন।
- শিশুরা প্রত্যেকে আশেপাশে যা কিছু পর্যবেক্ষণ করেছে তা মনে রাখতে বলবেন। পর্যবেক্ষণ শেষে শিশুদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনবেন।
- এবার শিশুদের একজন একজন করে তারা যা কিছু দেখেছে তা বলতে বলবেন, যেমন- ফুল, ফল, মাছ, পাখি, পশু, সূর্য, চাঁদ, গাছ, মাটি, পানি, যানবাহন, দোকান-পাট, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি।
- এবার আমার বইয়ের ২৮ ও ২৯ পৃষ্ঠার ছবিগুলো 'পরিবেশ, আমাদের গ্রাম ও আমাদের শহর' দেখাবেন। এরপর শিশুদেরকে ঐ ছবিগুলোতে কী কী আছে তা শনাক্ত করতে বলবেন। এরপর আমাদের চারপাশের পরিবেশের উপাদানের ধারণাটি স্পষ্ট করবেন।
- পরিশেষে বিদ্যালয়ের আশেপাশের পরিবেশে শিশুরা যা দেখেছে তার একটি ছবি 'এসো লিখতে শিখি' খাতায় ইচ্ছেমতো আঁকি অংশে আঁকতে বলবেন। আঁকা শেষে ছবিগুলো সম্ভব হলে দেয়ালে আঠা দিয়ে চিকন দড়ি বা সুতায় ঝুলিয়ে রাখতে সহায়তা করবেন।

অধিবেশন: ১৪	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, সিমুলেশন।

উপকরণ: শিক্ষক সহায়িকা (৪+ ও ৫+), পোস্টার পেপার, মার্কার, সিমুলেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ।

অংশ-ক:	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কাজ ব্যাখ্যা ও সিমুলেশন	সময়: ৮৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।

৩. প্রদত্ত ছক মোতাবেক দলীয় কাজ বুঝিয়ে দিন। দলগত কাজের জন্য ২০ মিনিট সময় দিন।

ছক

দল	বিষয়	দলগত কাজের বিবরণ	
০১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৪+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি"** বিষয়ক প্রথম ২টি থেকে যেকোন একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০২	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৪+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি"** বিষয়ক শেষের ২টি থেকে যেকোন একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন শেষের
০৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	কাজ-১: ৫+ শিক্ষক সহায়িকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৫+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **'বিজ্ঞান"** বিষয়ক যেকোন একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০৪	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	কাজ-১: ৫+ শিক্ষক সহায়িকার বিজ্ঞান ও	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৫+) এর পদ্ধতি অনুসরণ কওে **"প্রযুক্তি"** বিষয়ক যেকোন একটি

		প্রযুক্তির কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন

৪. প্রয়োজনীয় পোস্টার পেপার, সাইনপেন ও শিক্ষক সহায়িকা সরবরাহ করুন।

৫. প্রতি দলকে কাজ: ১ ও কাজ: ২ উপস্থাপনের জন্য ১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপনের জন্য আহবান করুন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অংশে **শিক্ষক** সহায়িকার (৪+ বয়সি) এবং (**৫+**বয়সি) আলোকে পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা সহায়কসহ অন্য দলের নির্ধারিত সদস্য**গণ** উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক অনুযায়ী পর্যবেক্ষন করবেন এবং ফিডব্যাক দিবেন।

৬. অধিবেশন শেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-খ:	**অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপ্তি**	**সময়: ০৫ মিনিট**

১. অধিবেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া শুনে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-১৪: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

অংশ-ক:	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কাজ ব্যাখ্যা ও সিমুলেশন

শিক্ষক সহায়িকায় (৪+ ও ৫+ বয়সি) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কাজের তালিকা:

১. দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ

২. জীব ও জড়ের পার্থক্য

৩. দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির ব্যবহার

নিচে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিখনক্ষেত্রের সিমুলেশন পরিচালনার জন্য- প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করি কাজটি শিক্ষক সহায়িকার(৫+) নির্দেশনা দেওয়া হলো :

কাজ। ২ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করি

শিখনফল ৮.৩.২ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট, ভিডিও/বাস্তব উপকরণ।

পদ্ধতি

- শিশুদের নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে বসবেন।
- বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে আমরা কী কী প্রযুক্তি পণ্য ব্যবহার করি, সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন।
- বাড়ি ও বিদ্যালয়ে ব্যবহার্য প্রযুক্তি পণ্য (বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, যেমন- মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, পাখা, সুইচ, সকেট, ইস্ত্রি ইত্যাদি) কীভাবে নিরাপদে ব্যবহার করা যায় তা ফ্লিপচার্ট/ভিডিও/বাস্তব উপকরণের মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন ও আলোচনা করবেন। আলোচনার সময় বৈদ্যুতিক তার, সুইচ, সকেট, গরম ইস্ত্রি, পাখা ইত্যাদি ধরা বা স্পর্শ করা এবং টেলিভিশন ও মোবাইল ফোনের অতি ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সতর্ক করবেন।
- শিশুদের প্রযুক্তি পণ্যের নিরাপদ ব্যবহার ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে বলবেন।

অধিবেশন: ১৫	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, সিমুলেশন।

উপকরণ: শিক্ষক সহায়িকা (৪+ ও ৫+), পোস্টার পেপার, মার্কার, সিমুলেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ।

অংশ-ক:	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত কাজ ব্যাখ্যা ও সিমুলেশন	সময়: ৮৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।
৩. প্রদত্ত ছক মোতাবেক দলীয় কাজ বুঝিয়ে দিন। দলগত কাজের জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন।

ছক

দল	বিষয়	দলগত কাজের বিবরণ	
০১	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকার শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা বিষয়ক কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৪+) এর পদ্ধতি অনুসরণ কওে **"শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য"** বিষয়ক যেকোন একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০২	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকার শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৪+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা"** বিষয়ক যেকোন একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০৩	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	কাজ-১: ৫+ শিক্ষক সহায়িকার স্বাস্থ্য ও	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৫+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"স্বাস্থ্য"** বিষয়ক যেকোন একটি

		নিরাপত্তার কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন
০৪	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	কাজ-১: ৫+ শিক্ষক সহায়িকার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কাজের তালিকা প্রস্তুত	কাজ-২: শিক্ষক সহায়িকা (৫+) এর পদ্ধতি অনুসরণ করে **"নিরাপত্তা"** বিষয়ক যেকোন একটি কাজের উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপস্থাপন

৪. প্রয়োজনীয় পোস্টার পেপার, সাইনপেন ও শিক্ষক সহায়িকা সরবরাহ করুন।

৫. প্রতি দলকে কাজ: ১ ও কাজ: ২ উপস্থাপনের জন্য ১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপনের জন্য আহবান করুন। শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা অংশে **শিক্ষক** সহায়িকার (৪+ বয়সি) এবং (**৫+**বয়সি) আলোকে পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা সহায়কসহ অন্য দলের নির্ধারিত সদস্য**গণ** উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক অনুযায়ী পর্যবেক্ষন করবেন এবং ফিডব্যাক দিবেন।

৬. অধিবেশন শেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শেষ করুন।

অংশ-খ:	**অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপ্তি**	**সময়: ০৫ মিনিট**

১. অধিবেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া শুনে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-১৫: শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা

অংশ-ক:	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত কাজ ব্যাখ্যা ও সিমুলেশন

শিক্ষক সহায়িকার (৪+ বয়সি) শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা বিষয়ক কাজের তালিকা	শিক্ষক সহায়িকার (৫+ বয়সি) শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা বিষয়ক কাজের তালিকা
১. আমার শরীর ২. চুল আঁচড়ানো ৩. অসুস্থতা ৪. দৈনিক স্বাস্থ্য কথকতা ও স্বাস্থ্যবিধি ৫. হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকা ৬. আমার খাবার দাবার ৭. দাঁত মাজা ৮. নিরাপদ পানি ৯. আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ ১০. হাত-মুখ ধোয়া ১১. বিশ্রাম ও বিনোদন ১২. শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা	১. আমার শরীর ২. সুস্থতা ৩. দৈনিক স্বাস্থ্য কথকতা ও স্বাস্থ্যবিধি ৪. নিরাপদ পানি ৫. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার গ্রহণ ৬. আবেগ অনুভূতি প্রকাশ ৭. বিশ্রাম ও বিনোদন ৮. সুরক্ষা

নিচে শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা শিখনক্ষেত্রের সিমুলেশন পরিচালনার জন্য-পুষ্টিকর খাবার খাই কাজটি শিক্ষক সহায়িকার(৫+) নির্দেশনা দেওয়া হলো :

কাজ । ১ পুষ্টিকর খাবার খাই

শিখনফল
৯.১.২ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নিয়মিত খাবার গ্রহণের অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারবে।
৯.১.৩ পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত হতে পারবে।

উপকরণ ফ্লিপচার্ট

পদ্ধতি

- শিক্ষক শিশুদের ইউ আকৃতিতে বসতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক নিম্নের ছড়াটি শিশুদের নিয়ে কয়েকবার বলবেন-

ভাত রুটি খাই
শরীরে বল পাই।
মাছ মাংস খেয়ে
হয়ে উঠি বেড়ে।
ডিম দুধ শাক সবজি
খেতে ভালোবাসি।
মজা করে ফল খাই
সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে,
গুণ গুনিয়ে গান গাই।

- শিক্ষক শিশুদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন, সকালে, দুপুরে ও রাতে কী কী খাবার খায় এবং খাবারগুলো নাম বলতে উৎসাহিত করবেন।
- এরপর শিক্ষক আলোচনা করবেন, প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়া উচিত। কেননা একেক ধরনের খাবারে একেক ধরনের পুষ্টিগুণ থাকে। যেমন- কোনো কোনো খাবার শক্তি যোগায়, কোনো কোনো খাবার রোগ প্রতিরোধ করে আবার কোন কোন খাবার শরীর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- এরপর শিক্ষক ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা নং ৭) খাবারের ছবি দেখিয়ে, পুষ্টিকর খাবার নিয়ে আলোচনা করবেন এবং কেন পুষ্টিকর খাবার খাওয়া দরকার তা শিশুদের জানাবেন।
- শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য শিক্ষক শিশুদের নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খেতে বলবেন ।

অধিবেশন: ১৬	অভিভাবক সভা ও শিখন অগ্রগতি যাচাই

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. অভিভাবক সভার উদ্দেশ্য ও পরিচালনার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত করতে পারবেন।

সময়: : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

উপকরণ: শিক্ষক সহায়িকা (৪+ ও ৫+ বয়সি), শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছকের ফটোকপি, পিপিটি, প্রশ্নপত্র, কলম, বোর্ড, মার্কার।

অংশ-ক:	অভিভাবক সভার উদ্দেশ্য ও পরিচালনার কৌশল	সময়: ২৫ মিনিট

১. সকলকে স্বাগত জানান।
২. শিক্ষক সহায়িকার (৪+ ও ৫+ বয়সি) আলোকে অভিভাবক সভার উদ্দেশ্য ও পরিচালনার কৌশল পিপিটির মাধ্যমে তুলে ধরুন এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে শেষ করুন।
৩. প্রাক প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য অভিভাবক সভা আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
৪. অভিভাবক সভার বিষয়সমূহের তালিকা পিপিটির মাধ্যমে তুলে ধরুন এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে শেষ করুন।

অংশ-খ:	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি প্রক্রিয়ার ধারণা	সময়: ৩৫ মিনিট

১. বলুন, শিশুরা বিদ্যালয়ে এসে জাতীয় সংগীত, পরিচিতি, ব্যায়াম, খেলা, ছড়া, গান, গল্প, চারুকারুসহ বিভিন্ন এ্যাক্টিভিটি করে যে দক্ষতা অর্জন করে তা কীভাবে আমরা বুঝতে পারি? কয়েকজনের মতামত শুনুন এবং নোট রাখুন।
২. শিক্ষক সহায়িকার (৪+ ও ৫+ বয়সি) আলোকে শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের উদ্দেশ্য, ক্ষেত্র, বৈশিষ্ট্য ও কৌশল অংশের সারসংক্ষেপ পিপিটি এর মাধ্যমে তুলে ধরুন ও আলোচনা করে ধারণা পরিষ্কার করুন।

অংশ-গঃ	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুতকরণ	সময়ঃ ২৫ মিনিট

১. শিরোনামটি তুলে ধরে প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত জানান।
২. ৪টি দল গঠন করুন। নিচের ছক অনুযায়ী দলীয় কাজ বুঝিয়ে দিন। ৪+ ও ৫+ সহায়িকা ও হাতে কলমে অনুশীলনের জন্য শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির প্রত্যয়নপত্রের ফটোকপি সরবরাহ করুন।

দল	বিষয়	দলগত কাজের বিবরণ	
০১	শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও শিক্ষা সমাপ্তির প্রত্যয়নপত্র	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্রের উপর সংক্ষিপ্ত নোট প্রস্তুত ও উপস্থাপন	কাজ-২: হাতে কলমে ৪+ শিক্ষক সহায়িকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্রের অনুশীলন ও উপস্থাপন
২	শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও শিক্ষা সমাপ্তির প্রত্যয়নপত্র	কাজ-১: ৪+ শিক্ষক সহায়িকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্রের উপর সংক্ষিপ্ত নোট প্রস্তুত ও উপস্থাপন	কাজ-২: হাতে কলমে ৪+ শিক্ষক সহায়িকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্রের অনুশীলন ও উপস্থাপন
০৩	শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও শিক্ষা সমাপ্তির প্রত্যয়নপত্র	কাজ-১: ৫+ শিক্ষক সহায়িকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্রের উপর সংক্ষিপ্ত নোট প্রস্তুত ও উপস্থাপন	কাজ-২: হাতে কলমে ৫+ শিক্ষক সহায়িকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্রের অনুশীলন ও উপস্থাপন
০৪	শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও শিক্ষা	৫+ শিক্ষক সহায়িকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্রের উপর সংক্ষিপ্ত নোট প্রস্তুত ও উপস্থাপন	হাতে কলমে ৫+ শিক্ষক সহায়িকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্রের অনুশীলন ও উপস্থাপন

	সমাপ্তির প্রত্যয়নপত্র		

৩. ১ম ও ৩য় দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং ২য় ও ৪র্থ দলকে তাদের কাজের সাথে অন্য দলের উপস্থাপিত কাজের সাথে মিলিয়ে নিতে বলুন। প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিন এবং শেষ করুন।

অংশ-ঘঃ	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপ্তি	সময়ঃ ০৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এই অধিবেশন শেষে শেখা বিষয়গুলোর তালিকা প্রস্তুত করতে অনুরোধ করুন।
২. ফিডব্যাক নিন এবং শিখনফলের সাথে মিলিয়ে দেখান।
৩. অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানুন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-১৬: অভিভাবক সভা ও শিখন অগ্রগতি যাচাই

অংশ-ক:	অভিভাবক সভার উদ্দেশ্য ও পরিচালনার কৌশল

ক. অভিভাবক সভা ও এর উদ্দেশ্য

শিশুর প্রথম শিক্ষক হলেন শিশুর মাতা-পিতা। জন্মের পর মাতা-পিতাই তাকে খাবার খেতে শেখান, হাঁটতে শেখান, কথা বলতে শেখান। তারপর ধীরে ধীরে শিশু তার চারপাশের পরিবেশ ও মানুষগুলোর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে ক্রমাগত আরও নতুন নতুন বিষয় শিখতে থাকে। ৪+ বয়সের শিশুরা বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার ও শেখার সুযোগ পেয়েছে। এরপর সে যখন প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) পর্যায়ে ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট বিদ্যালয়ে থাকে তখনও তার এই শিখন অব্যাহত থাকে। কিন্তু দিনের অন্যান্য সময় সে পরিবারের সঙ্গে থাকে। সুতরাং শিশুর বিকাশ ও শিখনে শিক্ষকের পাশাপাশি মাতা-পিতার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য শিশুর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাতা-পিতাকে শিশুর বিকাশ সম্পর্কে সচেতন ও এই প্রক্রিয়ায় তাদের নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যেই শিক্ষক প্রতিমাসে একবার অভিভাবক সভার আয়োজন করবেন।

খ. অভিভাবক সভা পরিচালনার কৌশল

অভিভাবক সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে খুব সুনির্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুনের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত নমনীয় কৌশল অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষক তার বিদ্যালয় ও আশেপাশের এলাকার পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী সভার সময় ও পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ করবেন। এছাড়াও প্রয়োজনে শিক্ষক ইতিপূর্বে যেসকল অভিভাবকগণ (শিশুর ৪+ বয়সের সময়) শিশুর সামগ্রিক বিষয় এবং অবস্থা সম্পর্কে অভিভাবক সভায় মত বিনিময় করেছিলেন, তাদের দিয়ে ৫+ পর্যায়ের অভিভাবক সভায় অভিজ্ঞতা বিনিময় করাবেন। সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণে শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সুবিধাজনক সময়ে তা ঠিক করবেন। শিক্ষক মাসে একবার ক্লাস শুরুর হওয়ার আগে বা শেষ হবার পরে প্রধান শিক্ষক অথবা শ্রেণি শিক্ষকের সভাপতিত্বে সভার আয়োজন করবেন। অভিভাবক সভায় আলোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করবেন-

- সভার শুরুতে কুশলাদি বিনিময় করে শিক্ষক শিশুরা শ্রেণিকক্ষে কী কী শিখছে, তাদের অনুভূতি, ভালোলাগা ও মন্দলাগা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলবেন। প্রতি মাসেই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের চলমান কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিত করবেন। এসময় শিক্ষক শিশুদের

তৈরি চারুকলা/কারুকলার কাজ যেমন- পাতায় রং লাগিয়ে ছবি আঁকি, কাগজ ভাঁজ করতে শিখি, মাটির পুতুল বানাই ইত্যাদি এবং ' এসো আঁকিবুকি করি/এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতা ও আমার বইয়ের কাজ দেখাতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) বিদ্যালয় শুরুর দিকে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত শিখন-শেখানো উপকরণ ও বিভিন্ন ধরনের খেলনা প্রদর্শন করতে পারেন।

- এরপর শিক্ষক পূর্ব নির্ধারিত প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। যেমন- সঠিক সময়ে স্কুলে উপস্থিতি, স্কুলের পাশাপাশি বাড়িতেও স্বাস্থ্যবিধি যেমনঃ দাঁত মাজা, হাত-মুখ ধোয়া, টয়লেট ব্যবহারের নিয়ম মেনে চলা ইত্যাদি।
- শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক তথ্য প্রদান (বাড়িতে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি, শিশুদের সঙ্গে সহযোগিতামুলক আচরণ) ও আলোচনা করবেন।
- সবশেষে শিক্ষক সভার আলোচনার বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ রেজিস্টারে লিখবেন।

অংশ-খঃ	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি প্রক্রিয়ার ধারণা

শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো- উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের সার্বিক বিকাশে সহায়তা করা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেক ঘটানো। এই লক্ষ্য এবং সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের (৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) আওতাধীন প্রাক-প্রাথমিককে ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য ৯টি শিখনক্ষেত্র এবং ২৩টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং ততসংশ্লিষ্ট শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এইসব শিখনফল অর্জনের জন্য পরিকল্পিত কাজ, শিখন শেখানো কৌশল এবং শিখন শেখানো সামগ্রী ব্যবহারের দিক নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে। আশা করা যায় যে, শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিকল্পিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারলে শিশুরা কাঙ্খিত শিখনফল ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। উল্লেখ্য যে কোন কাজের অবস্থানের পরিস্থিতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে অগ্রগতি যাচাই করা একটি কার্যকর পন্থা।

তদানুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+ বয়সি) শিক্ষায় অংশগ্রহনকারী শিশুদের শিখন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে যাচাই করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের উদ্দেশ্য

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+ বয়সি) পর্যায়ে শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ধারাবহিকভাবে শিশুর অংশগ্রহণের ধরন ও মাত্রা নিরুপণ করে কোন কোন ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে তা চিহ্নিত করে উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া। এই প্রসংগে বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে শিশু কি কৃতকার্য (পাশ) বা অকৃতকার্য (ফেল) হলো তা নিরুপন করা নয় বরং যেসব ক্ষেত্রে

আরো অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে শিশুকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করা। পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনবোধে সামগ্রীকভাবে পাঠ পরিকল্পনা, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল আরও কার্যকর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের ক্ষেত্র

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+ বয়সি) শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত ৯টি শিখন ক্ষেত্রের আলোকে শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই করা হবে। ৯টি শিখন ক্ষেত্র হলো:-

১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা
২. সামাজিক ও আবেগিক
৩. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা
৪. ভাষা ও যোগাযোগ
৫. গণিত ও যুক্তি
৬. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা
৭. পরিবেশ ও জলবায়ু
৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

৪+ ও ৫+ বয়সি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের শিখন অগ্রগতি কোনো আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় যাচাই করা হবে না। এক্ষেত্রে শিশুরা শ্রেনিকক্ষ এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে প্রতিদিন যেসব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে (যেমন- ব্যায়াম, খেলা, গান, ছড়া, চারু-কারুর কাজ ইত্যাদি) শিক্ষকতা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পৃষ্ঠা নং .... দেয়া শিখন অগ্রগতি পরিমাপক ছকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধকরবেন। এবং কোনো শিশরু শিখন অগ্রগতি কাঙ্খিত পর্যায়ে অর্জিত না হলে তা নিরূপন করে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যেহেতু প্রত্যেক শিশুই সব অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করবে এমন প্রত্যাশা করা হয়েছে সেহেতু প্রত্যেক শিশুরই শিখন অগ্রগতি এককভাবে (Individual) যাচাই করে প্রত্যেকের তথ্য আলাদা আলাদাভাবে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের কৌশল

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) স্তরে একজন শিক্ষকই প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন এবং প্রতিটি শিশু সম্পর্কেই যথাযথ ধারণা পোষণ করেন। শিশুর অবস্থা সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। তাই শিক্ষক তার প্রতিদিনের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই করবেন।

শিখন অগ্রগতি পরিমাপের সূচক

৯টি শিখন ক্ষেত্রের আলোকে শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য ১২টি সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিশুর প্রতিদিনের কাজ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রতি মাসের শেষে শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছকটি (পৃষ্ঠা নং ......) পূরণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে সারা বছর ধরে প্রত্যেক শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই করবেন।

শিখন অগ্রগতি পরিমাপক ছক পূরণের নিয়ম

প্রতিটি শিশুর জন্য নির্দিষ্ট ছকে নাম ও রোল নং লিখে ১২টি সূচকের বিপরীতে শিশুর শিখন অগ্রগতি প্রতি মাসের শেষে লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি সূচকের অগ্রগতি 'ক' অথবা 'খ' স্কেলের যেটি প্রযোজ্য সেটি লিখতে হবে। এক্ষেত্রে ক = ভালো, খ = উন্নতির প্রয়োজন। 'ক' অথবা 'খ' লিখার জন্য ----- পৃষ্ঠায় বর্ণিত সূচক পরিমাপের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। একইভাবে প্রতি চার মাস পর পর অর্থাৎ বছরে তিনবার (এপ্রিল মাসে প্রমবার, আগস্ট মাসে দ্বিতীয়বার, এবং ডিসেম্বর মাসে শেষবার) ----- পৃষ্ঠায় দেয়া শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা অনুসারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

শিখন অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার

প্রতিটি শিশুর জন্য শিক্ষক সহায়িকায় (পৃষ্ঠা নং ......) প্রদত্ত শিখন অগ্রগতি পরিমাপ ছক তৈরি করে/ফটোকপি করে রেজিস্টার খাতা বানাতে হবে। এই রেজিস্টার খাতায় প্রতিটি শিশুর প্রতি মাসের ও প্রতি প্রান্তিকের অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করতে হবে। বছর শেষে শিশুর শিখন অগ্রগতি এবং রেকর্ডকৃত মন্তব্যের আলোকে ৪+ ও ৫+ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্রে একটি সবল ও একটি উন্নয়নযোগ্য দিক (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে। এর মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ সম্পর্কে মাতা-পিতা ও পরবর্তী শ্রেণির শিক্ষককে বুঝতে ও সে অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করতে সাহায্য করবে।

শিখন অগ্রগতির তথ্য বিশ্লেষণ ও অভিভাবকদের অবহিতকরণ

প্রতিটি শিশুর অগ্রগতি নিয়ে শিক্ষক মাসিক অভিভাবক সভায় আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে খুব বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে শুধু মূল তথ্যগুলো পিতা-মাতাকে অবহিত করবেন। উদাহরণস্বরূপ কোনো কাজে কোনো শিশু পারদর্শী হলে তার প্রশংসা করবেন (যেমন- কেউ হয়ত খুব ভালো ছবি আঁকে বা সুন্দর করে ছড়া বলে) এবং অভিভাবককে বাড়িতে শিশুকে ঐ কাজে আরো উৎসাহ দিতে বলবেন। আবার কোনো শিশুর যদি আচরণিক বা অন্যান্য কোনো সমস্যা থাকে (যেমন- অন্যদের সাথে মারামারি করে বা সময়মতো বিদ্যালয়ে আসে না ইত্যাদি) সেটিও পিতা-মাতাকে অবহিত করবেন এবং সেক্ষেত্রে করণীয় কী হতে পারে তা আলোচনা করবেন। তবে কোনো শিশুর সমস্যা সবার সামনে আলোচনা না করে নির্দিষ্ট শিশুর

পিতা-মাতাকে আলাদা করে জানাতে হবে। এক্ষেত্রে যতটা সম্ভব আন্তরিকভাবে সমস্যাটি উপস্থাপন করে তার সমাধান করতে হবে। এর মাধ্যমে শিশুর ধারাবাহিক অগ্রগতি সম্পর্কে পিতা-মাতা সচেতন থাকবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করতে পারবেন।

অভিভাবক নির্দেশিকাটি তথ্যপঞ্জিতে সংযুক্ত করা আছে।

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক

শিশুর নাম.. রোল..

(নিচের প্রতিটি সূচকের ক্ষেত্রে ক অথবা খ লিখুন। এক্ষেত্রে ক = ভালো, খ = উন্নতির প্রয়োজন)

	অগ্রগতি পরিমাপক সূচক	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	১ম প্রান্তিক	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	২য় প্রান্তিক	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	৩য় প্রান্তিক
১	নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি															
২	শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাবলীল অংশগ্রহণ															
৩	দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করে															
৪	বিপদের উৎসসমূহ চিহ্নিত করে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার অনুশীলন করে।															
৫	পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করে															
৬	বিভিন্ন উপায়ে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করে															
৭	তুলনা, অবস্থান, আকার-আকৃতি ও পরিমাপের ধারণা অর্জন করা এবং ব্যবহার করা															
৮	দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সে অনুযায়ী কাজ বা সাড়া প্রদান করে															
৯	দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নাম ও এদের ব্যবহার সম্পর্কে জেনে তা নিরাপদভাবে ব্যবহার করতে পারে															
১০	নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারে															
১১	পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ প্রকাশ ও সাড়া দিতে পারে															
১২	সহজলভ্য বিভিন্ন উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারে															

শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই

বি. দ্রঃ পরের পৃষ্ঠায় ছকে দেওয়া সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে প্রতিটি সূচকের ক্ষেত্রে 'ক' বা 'খ' লিখতে হ

সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা

শিখন অগ্রগতির সূচক	সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা	
	'ক'= ভালো	'খ'=উন্নতির প্রয়োজন
১. নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি	• শিশুর উপস্থিতি ৮৫% এর বেশি	• শিশুর উপস্থিতি ৮৫% এর কম
২. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাবলীল অংশগ্রহণ	• শিশু আগ্রহের সাথে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ (হাত, পা, মাথা, কোমড়, হাত ও পায়ের আঙুল ইত্যাদি) সাবলীলভাবে ব্যবহার করে ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৩. দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করে	• স্বাস্থ্যবিধি (হাত-মুখ ধোয়া, দাঁত মাজা, নিরাপদ পানি খাওয়া, খাবার ঢেকে রাখা, ফলমূল ধুয়ে খাওয়া ইত্যাদি) সম্পর্কিত কাজগুলো বাড়ি থেকে করে আসে বা বন্ধুদের সাথে থাকাকালীন বা শ্রেণির বিভিন্ন কাজের সময় যথাযথভাবে অনুশীলন করে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৪. বিপদের উৎসসমূহ চিহ্নিত করে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার অনুশীলন করে।	• বিপদের উৎস (আগুন, বৈদ্যুতিক তার ও সুইচ, ঔষধ, কীটনাশক, কাঁচ, খোলা জলাশয়, গাছে ওঠা ইত্যাদি) শনাক্ত করে বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজের সময় উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৫. পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করে	• সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সামাজিক রীতি-নীতি (সহপাঠী, শিক্ষক ও অন্যান্যদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়, বড়োদের কথা শোনা, মিলেমিশে খেলতে পারা, সহযোগিতা করা, খাবার ভাগ করে খাওয়া ইত্যাদি) মেনে চলে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৬. বিভিন্ন উপায়ে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করে	• আনন্দের সাথে ছড়া বলতে পারে, গান গাইতে পারে; গল্প শুনে ও ছবির গল্প দেখে নিজের মতো করে বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বলতে পারে; ইচ্ছেমতো আঁকতে ও রঙ করতে পারে; বর্ণ শনাক্ত করে, বলতে ও লিখতে পারে, সহজ বাক্য ও শব্দ শুনে বলতে পারে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৭. তুলনা, আকার-আকৃতি, পরিমাপ, সংখ্যা ও গণনার ধারণা অর্জন ও ব্যবহার করে	• কাছে-দূরে, ভেতরে-বাহিরে, মোটা-চিকন, হালকা-ভারি, গোল, তিনকোনা, চারকোনা ইত্যাদি শনাক্ত করতে পারে এবং ১-২০ গণনা করতে পারে। বাস্তব উপকরণ এবং ছবি ব্যবহার করে এক অংকের যোগ বিয়োগ করতে পারে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৮. দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সে অনুযায়ী কাজ বা সাড়া প্রদান করে	• শ্রেণিকক্ষের বাইরে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, বাড়ির চারপাশের বিভিন্ন ঘটনা (যেমন- দিন-রাত্রি, মেঘ থেকে বৃষ্টি, রৌদ্র-ছায়া, বাতাসে পাতা নড়ে, বীজ থেকে চারা হয়) পর্যবেক্ষণ করে সাড়া প্রদান (ঝড়-বৃষ্টির সময় ছাতা ব্যবহার, রৌদ্র থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য ছায়ায় দাঁড়ানো/ ছাতা ব্যবহার, গরম জিনিসে হাত না দেওয়া) করতে পারে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।

শিখন অগ্রগতির সূচক	সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা	
	'ক'= ভালো	'খ'=উন্নতির প্রয়োজন
৯. দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নাম ও এদের ব্যবহার সম্পর্কে জেনে তা নিরাপদভাবে ব্যবহার করতে পারে	• দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি পণ্যের নাম ও এদের ব্যবহার জেনে তা নিরাপদভাবে ব্যবহার (বৈদ্যুতিক সুইচ, ঘড়ি, বৈদ্যুতিক পাখা, সকেট, টেলিভিশন ও মোবাইল) করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
১০. নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারে	• নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (যেমন- গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদি) প্রতি যত্নশীল আচরণ (যেমন-গাছের পাতা ও ফুল ছিঁড়বে না, পশুপাখিকে আঘাত করবে না, পানির অপচয় করবে না ইত্যাদি) করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
১১. পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ প্রকাশ ও সাড়া দিতে পারে	• পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের আবেগ (রাগ-দুঃখ, কষ্ট, হাসি-আনন্দ) প্রকাশ করে, পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের আবেগ অনুযায়ী সাড়া প্রদান করতে পারে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজের আবেগ ব্যবস্থাপনা করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
১২. সহজলভ্য বিভিন্ন উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারে	• পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান যেমন-কাগজ, কাপড়, শোলা, কাদামাটি, কাঠি, পাতা, শস্যদানা ইত্যাদি ব্যবহার করে বিভিন্ন খেলনা (পুতুল, ফল, ফুল, মার্বেল, বাঁশি ইত্যাদি) তৈরি করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।

অগ্রগতি পরিমাপের জন্য শিক্ষকের প্রতি নির্দেশনা:

১. শিক্ষক প্রতি মাসে প্রতি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেমন- দাঁত মাজা, হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকা, বাড়িতে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে গুছিয়ে রাখা, টয়লেটের পরে সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়া ইত্যাদি বিষয়ে অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে) ছকের নির্ধারিত ঘরে অগ্রগতি পরিমাপক 'ক' বা 'খ' লিখবেন।

২. সূচকের পরিমাপের জন্য প্রতি প্রান্তিকের মধ্যে যে অগ্রগতি সূচকের পরিমাপকটি বেশি বার আসবে তার দ্বারা প্রান্তিকের ফলাফল হিসেবে প্রকাশ করতে হবে। (যেমন: কোন শিশু যদি জানুয়ারি মাসে- ক, ফেব্রুয়ারি মাসে- ক, মার্চ মাসে- খ, এপ্রিল মাসে- ক পায়, তবে ১ম প্রান্তিকের পরিমাপক হবে ক)। আবার যদি শিশু অগ্রগতি সূচকের সমান সংখ্যক পরিমাপক পেয়ে থাকে তবে সর্বোচ্চ পরিমাপকটি দিতে হবে। (যেমন: কোন শিশু যদি জানুয়ারি মাসে- ক, ফেব্রুয়ারি মাসে- ক, মার্চ মাসে- খ, এপ্রিল মাসে- খ পায়, তবে ১ম প্রান্তিকের পরিমাপক হবে ক) বছরের শেষে তিন প্রান্তিকের মধ্যে আগের দুই প্রান্তিকের পরিমাপক ক এবং এক প্রান্তিক খ হলে চূড়ান্ত পরিমাপক হবে ক আবার তিন প্রান্তিকের মধ্যে আগের দুই প্রান্তিকের পরিমাপক খ এবং এক প্রান্তিক ক হলে চূড়ান্ত পরিমাপক হবে খ।

৩. যেসব শিক্ষার্থী শিখন অগ্রগতির ক (ভালো) অবস্থানে আছে শিক্ষক তাদের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন।

৪. যেসব শিক্ষার্থী শিখন অগ্রগতির 'খ' (উন্নতির প্রয়োজন) অবস্থানে আছে শিক্ষক তাদের প্রতি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে অগ্রগতির 'ক' পরিমাপক অর্জনে সহায়তা করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে সহায়তা গ্রহণ করবেন।

৫. শিশুর অগ্রগতি নিরূপণে মূল বিবেচ্য বিষয় হবে ঐ কাজে শিশুর আনন্দময় অংশগ্রহণ।

৬. শিশুদের অংশগ্রহণের উপর প্রতি ক্যালেন্ডার মাস বা জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ.. ... এইভাবে মাসিক সূচকের পরিমাপ করতে হবে। প্রতি দিন কাজ না থাকলেও যেদিন যে কাজটি থাকবে তা বিবেচনা করে সূচকের অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্র

শিশুর নাম...

অভিভাবকের নাম...

রোল.. শিক্ষাবর্ষ..

.... বিদ্যালয়ে এক বছর

মেয়াদি ৪+ বয়সি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সফলতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। সে এখন ৫+ বয়সি প্রাক-প্রাথমিকে ভর্তির জন্য প্রস্তুত।

মন্তব্য:

....

....

....

....

শ্রেণি শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর ও সিল

তারিখ

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্র

শিশুর নাম...

অভিভাবকের নাম...

রোল.. শিক্ষাবর্ষ...

.... বিদ্যালয়ে এক বছর

মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষা কার্যক্রমে সফলতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। সে এখন প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য প্রস্তুত।

মন্তব্যঃ

....

....

....

....

শ্রেণি শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর ও সিল

তারিখ

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ:

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২ (পরিমার্জিত ২০২৫), ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

২. শিক্ষক সহায়িকা (৪+), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৩. শিক্ষক সহায়িকা (৫+), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৪. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শ্রেণিকক্ষ ও উপকরণ বিন্যাস, সজ্জা এবং ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা।

৫. পেশাগত শিক্ষা, দ্বিতীয় খণ্ড-তথ্যপুস্তক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ, ডিসেম্বর ২০১৯।

৬. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+ বয়সী শিশুর জন্য) শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা।

৭. https://www.who.int/publications/m/item/mental-health-atlas-bgd-2020-country-profile , National Mental Health Policy, Bangladesh

৮. জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য নীতি, বাংলাদেশ-২০২২

৯. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, পরিমার্জিত ও সংশোধিত: মার্চ ২০১৪

১০. https://nape.gov.bd/sites/default/files/files/nape.portal.gov.bd/notices/e6e31111_38e9_476a_9e94_40ecb00f5089/2025-12-14-06-12-4c0586995cef016eaac376c446f23d46.pdf